ওয়েভ ফাউন্ডেশন
WAVE FOUNDATION
Together for Better Life

কৃষি মোর্চা
FARMERS PRODUCER ORGANIZATION -FPO

NORAC

কৃষি মোর্চা
পরিচালনা গাইডলাইন

কৃষি মোর্চা
পরিচালনা গাইডলাইন

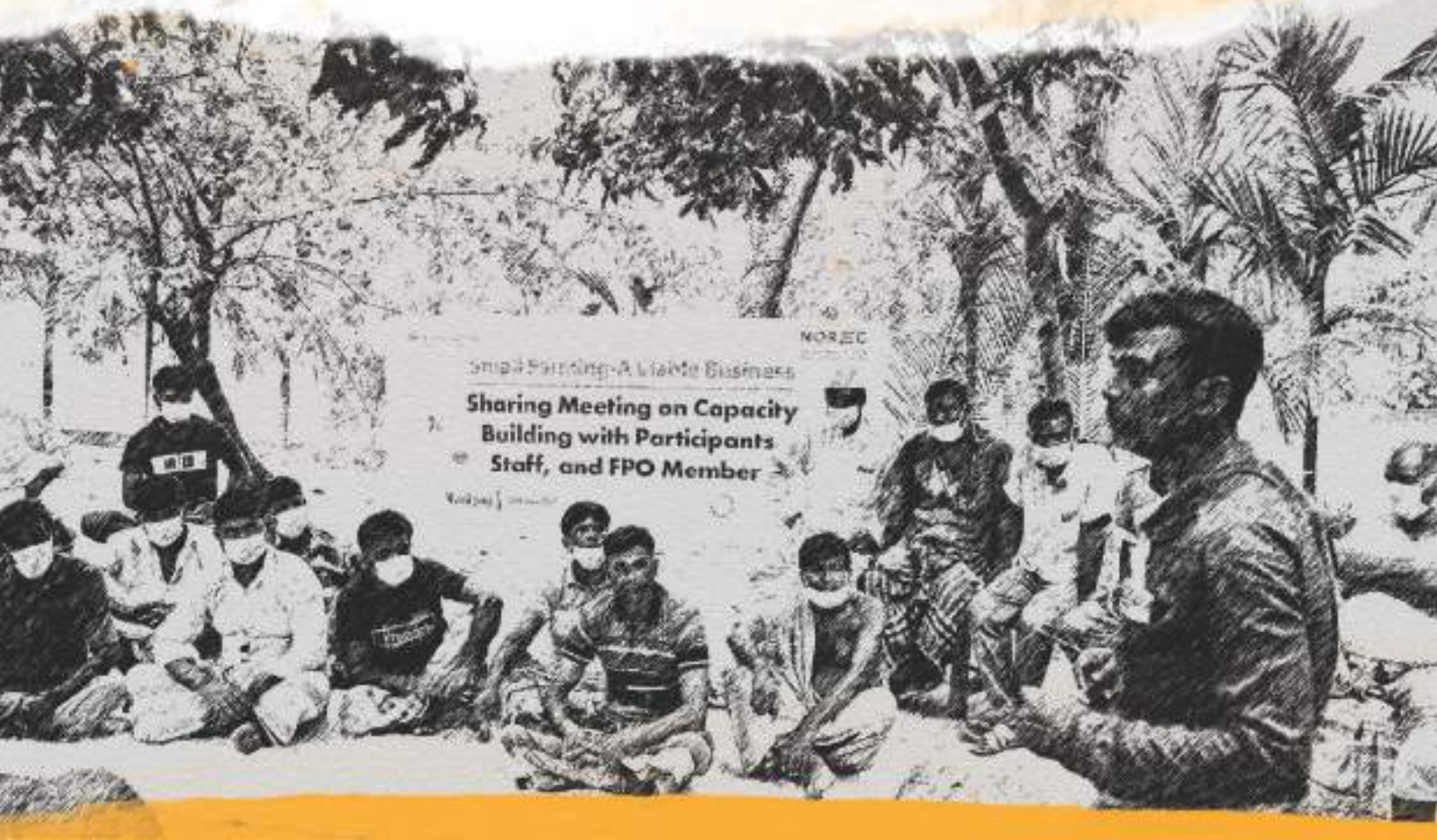

কৃষি মোর্চা পরিচালনা গাইডলাইন

প্রকাশকাল
ডিসেম্বর ২০২০

সম্পাদনা
রেহানা নূর, নরেক প্রফেশনাল
মেহেদী হাসান বাপ্পী, নরেক প্রফেশনাল

নির্দেশনায়
মহসিন আলী, নির্বাহী পরিচালক
আনোয়ার হোসেন, উপ-নির্বাহী পরিচালক
নূরে আলম মোঃ সাজ্জাদুল ইসলাম, সহকারী পরিচালক

সহযোগিতায়
কমিউনিকেশনস্ এন্ড নলেজ ম্যানেজমেন্ট ডিভিশন

প্রকাশনা ও সত্ত্ব
ওয়েভ ফাউন্ডেশন

মুদ্রণ ও ডিজাইন
অর্ক

সূচিপত্র

অধ্যায় ১	পটভূমি	০৫
অধ্যায় ২	ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা	০৯
অধ্যায় ৩	আর্থিক ব্যবস্থাপনা	১৭
অধ্যায় ৪	কৃষি মোর্চার কার্যক্রম বাস্তবায়ন গাইডলাইন	২১
অধ্যায় ৫	পরিশিষ্ট	২৭

অধ্যায়-১

পটভূমি

বেসরকারি সংস্থা WAVE Foundation সহযোগী সংগঠন হিসেবে ভারতের তামিলনাড়ু রাজ্যের DHAN Foundation-এর সাথে যৌথভাবে 'ক্ষুদ্র খামার- একটি টেকসই ব্যবসা' শীর্ষক প্রকল্পের অধীনে উভয় সংগঠনের মধ্যে প্রফেশনাল বিনিময় করে আসছে। এ প্রকল্পের আওতায় ভারত থেকে আগত প্রফেশনালরা বিজ্ঞানসম্মতভাবে ছাগল পালন, বসতবাড়িতে ও বাইরে ছাগল খামার প্রতিষ্ঠাসহ সংশ্লিষ্ট ছাগলের জিন সংরক্ষণ এবং বাংলাদেশ থেকে প্রেরিত প্রফেশনালরা ফারমার্স প্রডিউসার্স অর্গানাইজেশন (Farmers Producers Organization-FPO)-এর কাজের উপর দক্ষতা ও জ্ঞান অর্জন করছে। এর ফলে একদিকে উভয় দেশের সংগঠিত কৃষক সমাজের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন যেমন ত্বরান্বিত হচ্ছে, পাশাপাশি উভয় সংগঠনের কৃষি খাতে কাজের ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে। এই কাজের অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করে ওয়েভ ফাউন্ডেশন-এর উদ্যোগে বৃহত্তর কৃষি খাতের সাথে যুক্ত প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষক-কৃষাণী, ছোট ও মাঝারি মৎস্য এবং প্রাণীসম্পদ খামারীদের সংগঠন FPO যা 'কৃষি মোর্চা' নামে ২০১৯ সালে কাজ শুরু করেছে। উল্লেখ্য যে, দাতা সংস্থা Norwegian Agency for Exchange Cooperation-Norec (Former FK Norway) এর সহযোগিতায় এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে।

এখানে উল্লেখ্য যে, স্বাধীনতার পর থেকেই আমাদের দেশের অর্থনীতিতে কৃষির ভূমিকা অনেক বেশী। এখনো বাংলাদেশের শতকরা প্রায় ৬০ ভাগ মানুষের জীবন-জীবিকা কোনো না কোনোভাবে কৃষির ওপর নির্ভরশীল। ধারাবাহিকভাবে উৎপাদন বৃদ্ধি এবং কৃষি বহুমুখীকরণের ক্ষেত্রে আমাদের সাফল্য গর্ব করার মত। খাদ্যশস্য (চাল, গম) উৎপাদন এখন পৌঁছেছে প্রায় তিন কোটি আশি লাখ টনে। ভুট্টা উৎপাদন বেড়ে হয়েছে ৪৬ লাখ মে. টন। সবজি উৎপাদনে বাংলাদেশ এখন বিশ্বে তৃতীয়। আলু উৎপাদনে উদ্বৃত্ত এবং বিশ্বে সপ্তম। আম উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে সপ্তম এবং পেয়ারায় অষ্টম। প্রাকৃতিক উৎস থেকে মাছ উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে তৃতীয় অবস্থানে উঠে এসেছে। পোল্ট্রি ও ডিম ১৬ কোটি মানুষের চাহিদা মেটাচ্ছে। ছাগল উৎপাদনে বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বে চতুর্থ আর ছাগলের মাংস উৎপাদনে পঞ্চম। বাংলাদেশের ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল বিশ্বের উন্নত জাত হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। বিভিন্ন প্রজাতির গরু উৎপাদন প্রতি বছর বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়াও ভেড়া ও বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণী সম্পদও বৃদ্ধি পাচ্ছে। নতুন ফলের উদ্ভব ঘটেছে যেমন স্ট্রবেরি, ড্রাগন, মাল্টা, কমলা লেবু, বিভিন্ন কুল ইত্যাদি। এছাড়া বিভিন্ন প্রতিকূলতা সত্ত্বেও বাংলাদেশ থেকে দীর্ঘ দিন ধরে সবজি, বিভিন্ন প্রজাতির মাছ ও কাঁকড়া ইত্যাদি রপ্তানি হচ্ছে। কৃষি খাতে এত সাফল্যের পরেও বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা ও দুর্বলতা রয়েছে। যেমন-অনেক ক্ষেত্রে কৃষি খাতে

অধ্যায়-১

উচ্চ ফলনশীল ও পরিবেশবান্ধব বীজ, প্রাণী ও মৎস্য সম্পদের ক্ষেত্রে অধিক উৎপাদনশীল ও পরিবেশবান্ধব প্রজাতি, সেচ ব্যবস্থা, কৃষি কাজে সংশ্লিষ্টদের দক্ষতা, উন্নত প্রযুক্তি ও কৃষি যান্ত্রিকীকরণের সুবিধা প্রাপ্তি, কৃষি খাতের পণ্যসমূহের মূল্য সংযোজন ইত্যাদি ক্ষেত্রে ঘাটতি বিদ্যমান। এছাড়া সার ও কীটনাশকে ভেজাল, পর্যায়ক্রমে কৃষি জমি কমে যাওয়া এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ও প্রতিনিয়ত প্রাকৃতিক দুর্যোগের মত সীমাবদ্ধতাও রয়েছে। সর্বোপরি কৃষকের শ্রম ও ঘামে উৎপাদিত পণ্যসমূহের বাজারজাতকরণ ও ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি সবচেয়ে বড় সমস্যা। তাছাড়া World Trade Organization (WTO)- এর চাহিদানুসারে 'উত্তম কৃষি চর্চা' সংশ্লিষ্ট সনদ প্রদানের কোন ব্যবস্থা না থাকায় এদেশে উৎপাদিত কৃষিপণ্য রপ্তানিতে (বিশেষত ইউরোপ) বাধার সম্মুখীন হচ্ছে। এছাড়াও কৃষি খাতে বিনিয়োগের জন্য ঋণের পরিমাণ অপর্যাপ্ত। প্রকৃতপক্ষে সরকারের পক্ষ থেকে নীতি সহায়তা ও প্রণোদনা প্রদানের ক্ষেত্রে ঘাটতি রয়েছে। এ পরিস্থিতির অন্যতম প্রধান কারণ কৃষক-কৃষাণী ও খামারীরা কৃষি খাতের সকল দিক এবং শ্রমিকশ্রেণী ও অন্যান্য পেশাজীবীদের মত তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন নয়। সচেতন না হওয়া এবং সংগঠিত না হওয়ার কারণে কৃষকরা নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সোচ্চারও হতে পারছে না। কিন্তু কৃষি খাতের উন্নয়ন, গ্রামীণ অর্থনীতি শক্তিশালী করা এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধির জন্য সংশ্লিষ্টদের সচেতন ও সংগঠিত হওয়া অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। অথচ টেকসই উন্নয়ন লক্ষমাত্রা (SDG) ১৭টির মধ্যে ১০টি লক্ষ্যমাত্রা এবং এর অন্তর্গত ৩৩টি টার্গেটের সঙ্গে কৃষি খাতের সরাসরি সম্পৃক্ততা রয়েছে। এসডিজির লক্ষ্য অর্জনে মূল চ্যালেঞ্জ হচ্ছে, 'কৃষি খাতের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং ক্ষুদ্র পরিসরে খাদ্য উৎপাদকদের আয় দ্বিগুণ করা'।

এখানে উল্লেখ্য যে, ওয়েভ ফাউন্ডেশন জন্মলগ্ন থেকে কৃষি খাত উন্নয়নে কাজ করে আসছে। সংস্থার কমিউনিটি ফাইন্যান্স কর্মসূচীর অধীনে কৃষি খাতে ঋণ ও কারিগরী সহায়তার পাশাপাশি পৃথক 'কৃষি জীব বৈচিত্র্য ও ভ্যালু- চেইন' কর্মসূচীর অধীনে কৃষি, মৎস্য এবং প্রাণীসম্পদ ক্ষেত্রে বেশ কিছু প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। যার অধীনে কৃষি খাতের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কৃষক-কৃষাণী ও খামারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি, ইনপুট সহায়তা এবং কারিগরি সহায়তাসহ বিভিন্ন সেবা প্রদান করা হচ্ছে। এ প্রেক্ষাপট এবং নরেক প্রকল্পের ধারাবাহিকতায় বৃহত্তর কৃষি খাতে বহুমুখী সমস্যার চ্যালেঞ্জকে মোকাবেলা করে সম্ভাবনার দিকসমূহকে কাজে লাগিয়ে কৃষি খাতের সাথে সংশ্লিষ্টদের অংশগ্রহণে 'কৃষি মোর্চা' বিভিন্ন কৃষি পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি, নিরাপদ সবজি উৎপাদন ও ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল পালনে সাফল্যের পথে এগিয়ে চলেছে।

১.১ সংগঠনের পরিচিতি

সংগঠনের নাম

বাংলায়: **কৃষি মোর্চা**

ইংরেজীতে: **Farmers' Producer Organization (FPO)**

সংগঠনের প্রতিষ্ঠাকাল: **জুলাই ২০১৯**

সংগঠনের ঠিকানা: **'ওয়েভ ফাউন্ডেশন'**, ২২/১৩ বি, ব্লক- বি
খিলজী রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা ১২০৭, (প্রধান কার্যালয়)

কর্ম-এলাকা: **সমগ্র বাংলাদেশ**।

সংগঠনের প্রকৃতি ও ধরণ: **অরাজনৈতিক এবং বৃহত্তর কৃষি খাতের উন্নয়ন সংগঠন**।

সংজ্ঞাসমূহ

- 'সংগঠন' বলতে 'কৃষি মোর্চা'-কে বোঝাবে;
- 'সদস্য' বলতে মোর্চার সাধারণ সদস্য কে বোঝাবে;
- 'কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক কমিটি' বলতে কৃষি মোর্চার কেন্দ্রীয় কমিটি গঠনের পূর্ব পর্যন্ত 'ওয়েভ ফাউন্ডেশন'-এর প্রধান কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মীদের বোঝাবে;
- 'আঞ্চলিক সমন্বয় কমিটি' বলতে কৃষি মোর্চার উপজেলা কমিটি গঠনের পূর্ব পর্যন্ত অঞ্চল ভিত্তিক সংস্থার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মীদের বোঝাবে;
- 'সরকার' বলতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারকে বোঝাবে।

১.২ লক্ষ্য

বৃহত্তর কৃষি খাত যথা- কৃষি, মৎস্য, প্রাণীসম্পদ ইত্যাদি ক্ষেত্রে উৎপাদন থেকে বাজারজাতকরণ পর্যন্ত সকল কার্যক্রম পরিকল্পিতভাবে বহুমুখীকরণ এবং প্রক্রিয়াজাতকরণ ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার মাধ্যমে কৃষিকে 'টেকসই ব্যবসা'য় উন্নীত করা।

১.৩ উদ্দেশ্য

- উচ্চ ফলনশীল, পুষ্টিকর ও নিরাপদ মাঠফসল-সবজি-মসলা-ফল-ফুল ইত্যাদি পরিবেশবান্ধব ও বিজ্ঞানসম্মতভাবে চাষাবাদের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি এবং কৃষক-কৃষাণীদের আয় বৃদ্ধি করা।
- অধিক উৎপাদনশীল, পুষ্টিকর ও নিরাপদ মৎস্য-পোল্ট্রি-ছাগল-ভেড়া-গরু-দুম্বা ইত্যাদি পরিবেশবান্ধব ও বিজ্ঞানসম্মতভাবে পালন করে উৎপাদন বৃদ্ধি এবং এন্টারপ্রাইজ গড়ে তোলার মাধ্যমে খামারীদের আয় বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা।
- জলবায়ু পরিবর্তনের এলাকায় খাপ খাওয়ানো কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে তোলা।
- কৃষি খাতের সকল পণ্য যথাযথভাবে সংরক্ষণ এবং চলমান বিক্রয় ব্যবস্থার পাশাপাশি অগ্রসর বাজারজাতকরণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মুনাফা বৃদ্ধি করা।

- নিরাপদ কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণ এবং উৎপাদনের সকল ক্ষেত্রে 'উত্তম কৃষি চর্চা' নিশ্চিত করা এবং এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় সনদ (Certification)-এর নিশ্চিতকরণ।

১.৪ প্রধান প্রধান কার্যক্রম

- নিম্নে বর্ণিত 'সাংগঠনিক কার্যক্রমের নিয়মাবলী' অনুযায়ী নতুন নতুন কৃষক-কৃষাণী ও খামারীদের কৃষি মোর্চায় সংগঠিত করা।
- কৃষি কাজের সাথে যুক্তদের চাষাবাদ এবং খামারীদের মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ পালনের বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি করা।
- উপযুক্ত বীজ, অন্যান্য ইনপুট এবং লাগসই প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে উপকূলীয় ও খরা এলাকায় জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানো কৃষি খাতের উৎপাদন বৃদ্ধি করা।
- কৃষি ক্ষেত্রে উচ্চ ফলনশীল ও পরিবেশবান্ধব বীজ এবং মৎস্য ও প্রাণীসম্পদের ক্ষেত্রে অধিক উৎপাদনশীল ও পরিবেশবান্ধব প্রজাতির (Species/Breed) সংস্থান নিশ্চিত করা।
- কৃষি ক্ষেত্রে কম্পোস্টসহ জৈব সার ও ক্ষতিকর নয় এমন কীটনাশকের ব্যবহার বৃদ্ধি করা।
- কৃষি ক্ষেত্রে সোলার সিস্টেমে সেচ-এর ব্যবস্থা করা।
- প্রাণীসম্পদের প্রযোজ্য ক্ষেত্রসমূহে সম্ভাবনাময় খামারীদের 'এন্টারপ্রাইজ' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সংশ্লিষ্টদের 'উদ্যোক্তা' হিসেবে গড়ে তোলা।
- কৃষক-কৃষাণী ও খামারীদের উৎপাদন কাজে বিনিয়োগের জন্য সংস্থার পক্ষ থেকে ঋণ প্রদান অথবা ব্যাংক/ অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযোগ করিয়ে দেয়া।
- প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কারিগরি প্রযুক্তির ব্যবহার, যান্ত্রিকীকরণ ও আইসিটি-এর ব্যবহার বৃদ্ধি করা।
- প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রদর্শনী প্লট ও প্রদর্শনী খামার প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা।
- স্থানীয় পর্যায়ে ব্যক্তি ও মোর্চার উদ্যোগে কৃষি খাতের পণ্যসমূহ যথাযথভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা।
- কৃষি খাতের পণ্যসমূহের মূল্য সংযোজনের (Value Add) জন্য নির্দিষ্ট পণ্যসমূহের প্রক্রিয়াজাতকরণসহ বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা।
- উৎপাদিত পণ্যসমূহের চলমান বিক্রয় ব্যবস্থার পাশাপাশি নিকটস্থ বাজার/উপজেলা/জেলা সদরে 'কৃষি বাজার/কৃষকের বাজার' প্রতিষ্ঠা, স্থানীয়-জাতীয় পর্যায়ে দোকান/আউটলেট ও 'ই-কমার্স' চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করা।
- কৃষিপণ্যের গুণগত মান নিশ্চিতকল্পে সংশিষ্ট কৃষক-কৃষাণী ও খামারীদের ফসল উৎপাদনে Good Agricultural Practice (GAP), মৎস্য উৎপাদনে Good Aquacultural Practice (GAP) এবং প্রাণীসম্পদের ক্ষেত্রে Good Animal Husbandry Practice (GAHP) অনুসরণ করতে সহায়তা করা।
- দেশে কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণ এবং বিদেশে রপ্তানির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সরকারী/বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে 'উত্তম কৃষি চর্চা (GAP)' সংক্রান্ত সনদ (Certificate) প্রাপ্তিতে কৃষক-কৃষাণী ও খামারীদের সহায়তা করা।
- কৃষি খাতের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় গবেষণা করা।
- কৃষি, মৎস্য ও প্রাণীসম্পদের সরকারী সেবায় সংশ্লিষ্টদের অভিগম্যতা বৃদ্ধি, উৎপাদিত পণ্যসমূহের ন্যায্য মূল্য নির্ধারণ, কৃষি বাজার ব্যবস্থা গড়ে তোলা, কৃষক-কৃষাণী ও খামারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং সামগ্রিকভাবে কৃষি খাতের উন্নয়নের জন্য স্থানীয় পর্যায়ে কর্তৃপক্ষের সাথে লবিং এবং জাতীয় পর্যায়ে পলিসি এডভোকেসি করা।
- কৃষি মোর্চার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য সময়ের আলোকে যুক্তিসঙ্গত পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

অধ্যায়-২
ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা

প্রতিটি কৃষি মোর্চার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য কার্যক্রম পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন কৌশল, কৃষি মোর্চা পরিচালনা গাইডলাইন, কমিউনিটি পর্যায়ে মোর্চা পরিচালনা গাইডলাইন, মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম পরিচালনা গাইডলাইন, সমন্বয়সাধন এবং নিয়ন্ত্রনের মাধ্যমে কৃষি মোর্চাসমূহের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা নির্ধারণ হয়ে থাকে।

সাংগঠনিক কাজের নিয়মাবলী

২.১ সদস্যপদ
বাংলাদেশের বৃহত্তর কৃষি খাত যথা- কৃষি, মৎস্য, প্রাণীসম্পদ ইত্যাদি ক্ষেত্রে উৎপাদন থেকে বাজারজাতকরণ পর্যন্ত কর্মরত সংশ্লিষ্টরা 'কৃষি মোর্চা'র সাধারণ সদস্য হবেন।

২.২ সাধারণ সদস্য
কৃষি, মৎস্য, প্রাণীসম্পদ ইত্যাদি ক্ষেত্রে কর্মরত প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষক-কৃষাণী, মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ খামারী এবং এন্টারপ্রাইজের মালিক/উদ্যোক্তা ইত্যাদি যারা মোর্চার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য-এর সাথে একমত পোষণ করে কার্যক্রম বাস্তবায়নে আগ্রহী হবেন তারা মোর্চার সাধারণ সদস্য হবেন।

- **প্রান্তিক কৃষক-কৃষাণী (Marginal Farmer):** যাদের নিজস্ব ০.০৫ একর চাষযোগ্য জমি এবং বন্ধকীকৃত (Leased), ভাড়াকৃত (Rented), বর্গাকৃত (Share Cropped) জমিসহ মালিকাধীন সর্বোচ্চ ০.৪৯ একর পর্যন্ত চাষযোগ্য জমি রয়েছে, তারা প্রান্তিক কৃষক-কৃষাণী হিসেবে বিবেচিত হবে।
- **ক্ষুদ্র কৃষক-কৃষাণী (Smallholder Farmer):** যাদের নিজস্ব ০.৫০ একর চাষযোগ্য জমি এবং বন্ধকীকৃত (Leased), ভাড়াকৃত (Rented), বর্গাকৃত (Share Cropped) জমিসহ মালিকাধীন সর্বোচ্চ ২.৪৯ একর পর্যন্ত চাষযোগ্য জমি রয়েছে, তারা ক্ষুদ্র কৃষক-কৃষাণী হিসেবে বিবেচিত হবে।

- **ক্ষুদ্র ও মাঝারি খামারী (নারী-পুরুষ):** ক্ষুদ্র ও মাঝারি আকারের এক বা একাধিক পুকুরের মালিক অথবা বন্ধক নেওয়া, পোট্রির মালিক অথবা বন্ধক নেওয়া এবং ছাগল-ভেড়া-গরু-দুম্বা ইত্যাদি প্রাণীসম্পদের খামার ও এন্টারপ্রাইজের মালিক যাদের বিনিয়োগ সর্বনিম্ন ১৫,০০০ টাকা থেকে সর্বোচ্চ ১০,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত, তারা ক্ষুদ্র ও মাঝারি খামারী হিসেবে বিবেচিত হবে।

২.৩ সদস্য হওয়ার নিয়মাবলী

- সদস্য হওয়ার যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তি সদস্যপদ লাভের জন্য সংগঠন কর্তৃক সরবরাহকৃত নির্ধারিত আবেদন ফরমে সংশ্লিষ্ট কমিটির সভাপতি/আহ্বায়ক বরাবর আবেদন করতে হবে।
- যে কোন সদস্যপদ-প্রার্থীর আবেদন গ্রহণ বা নাকচ করার অধিকার সংশ্লিষ্ট কমিটির হাতে থাকবে।
- সংশ্লিষ্ট কমিটির সভায় আবেদনপত্র অনুমোদনের পর সদস্যদের ভর্তি ফি/ বার্ষিক চাঁদা/মাসিক সঞ্চয় প্রদান করতে হবে।

২.৪ সদস্যের দায়িত্ব ও অধিকার

- সদস্যগণ কৃষি মোর্চার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মোর্চা ভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজে অংশগ্রহণ করবেন।
- সদস্যগণ পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়নে অংশগ্রহণ করবেন।
- সদস্যগণ মোর্চার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বার্ষিক চাঁদা/ভর্তি ফি/সঞ্চয় প্রদান করবেন।
- সদস্যগণ মোর্চার সকল কার্যক্রম বাস্তবায়নে সক্রিয় ভূমিকা পালন করবেন।
- সদস্যগণ কৃষি মোর্চা কেন্দ্রীয় কমিটি এবং কমিউনিটি পর্যায়ে কৃষি মোর্চা পরিচালনা কমিটির নির্বাচনে অংশগ্রহণ এবং ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন।

২.৫ সদস্য পদ বাতিল

- মোর্চার কোন সদস্য পরপর ২ বছরের বার্ষিক চাঁদা/ পর পর ৩ মাসের সঞ্চয় প্রদান না করলে।
- সংগঠন ও রাষ্ট্র বিরোধী কিংবা জনস্বার্থ বিরোধী কোন কার্যক্রমে লিপ্ত হলে।
- নৈতিক স্খলনজনিত কোন অপরাধে আদালত কর্তৃক সাজাপ্রাপ্ত হলে।
- স্বেচ্ছায় ইস্তফা দিলে।
- কোন ব্যাংকের খেলাপি ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হয়ে দেউলিয়া ঘোষিত হলে।
- যে কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ উত্থাপিত হলে মোর্চার সংশ্লিষ্ট কমিটির সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে সে সদস্যের সদস্যপদ বাতিল হবে।

২.৬ উপদেষ্টা পরিষদ

কৃষি মোর্চার কাজের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে পরামর্শ প্রদান এবং সহায়তার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ক্ষেত্রের অর্থনীতিবিদ, কৃষি বিশেষজ্ঞ, উন্নয়ন সহযোগী প্রতিনিধি, মিডিয়া প্রতিনিধি ও কৃষি খাতে প্রাইভেট সেক্টর প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে ১টি উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হবে। কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় ৯-১৫ সদস্য বিশিষ্ট উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হবে। উপদেষ্টা পরিষদের সভা বছরে কমপক্ষে ২ বার অনুষ্ঠিত হবে।

২.৭ সাংগঠনিক কাঠামো

সংগঠনের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও সাংগঠনিক কাজের নিয়মাবলী অনুসরণ করে কৃষি মোর্চা গঠিত এবং পরিচালিত হবে। সংগঠনের কাঠামো ৩ স্তরে বিন্যস্ত থাকবে, যথা- কৃষি মোর্চা কেন্দ্রীয় কমিটি, কমিউনিটি পর্যায়ে কৃষি মোর্চা এবং কৃষি মোর্চা পরিচালনা কমিটি। স্বাভাবিকভাবেই কেন্দ্রীয় পর্যায়ে সাধারণ পরিষদ গঠিত হবে এবং কমিউনিটি পর্যায়ে প্রত্যেক কৃষি মোর্চার সাধারণ সদস্যদের নিয়ে ঐ সংগঠনের সাধারণ পরিষদ গঠিত হবে (পরবর্তীতে প্রয়োজন সাপেক্ষে উপজেলা ও জেলা কমিটি গঠন করা যাবে)।

কেন্দ্রীয় সাধারণ পরিষদ

কৃষি মোর্চা কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যদের সমন্বয়ে কেন্দ্রীয় সাধারণ পরিষদ গঠিত হবে। কৃষক-কৃষাণী ও খামারীদের প্রতিনিধি, ওয়েভ ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তাবৃন্দ এবং কৃষি বান্ধব নাগরিকসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিনিধিদের নিয়ে 'কেন্দ্রীয় সাধারণ পরিষদ'

গঠিত হবে। কমিউনিটি পর্যায়ে গঠিত প্রত্যেক কৃষি মোর্চা পরিচালনা কমিটির সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও আরও ১ জন প্রতিনিধিসহ মোট ৩জন কেন্দ্রীয় সাধারণ পরিষদের সদস্য হবেন। এছাড়াও বিভিন্ন সময়ে কেন্দ্রীয় কমিটি ওয়েভ ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তাবৃন্দ, কৃষক-কৃষাণী ও খামারীদের প্রতিনিধি এবং কৃষি বান্ধব নাগরিকদের মধ্য থেকে সর্বোচ্চ এক-দশমাংশ প্রতিনিধিকে কেন্দ্রীয় সাধারণ পরিষদের সদস্য হিসেবে মনোনয়ন দিতে পারবেন। বছরে ১ বার কেন্দ্রীয় সাধারণ পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হবে, যা 'বার্ষিক সাধারণ সভা' হিসেবে অভিহিত হবে। কেন্দ্রীয় সাধারণ পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটি নির্বাচন করবে। প্রতি ২ বছর পর কেন্দ্রীয় কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

ক) কৃষি মোর্চা কেন্দ্রীয় কমিটি

কৃষি মোর্চার সকল কার্যক্রম যথাযথভাবে পরিচালনার জন্য ঢাকায় কেন্দ্রীয় সাধারণ পরিষদের সদস্যদের সমন্বয়ে 'কৃষি মোর্চা কেন্দ্রীয় কমিটি' গঠিত হবে। ১ জন সভাপতি, ৩ জন সহ-সভাপতি, ১ জন সাধারণ সম্পাদক, ২ জন সহ-সাধারণ সম্পাদক, ৩ জন সম্পাদক, ১ জন কোষাধ্যক্ষ এবং ৮-১০ জন কার্যনির্বাহী সদস্যসহ মোট ১৯-২১ সদস্য বিশিষ্ট কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হবে। বছরে কমপক্ষে ২ বার কৃষি মোর্চা কেন্দ্রীয় কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হবে, প্রয়োজনে আরো সভার আয়োজন করা যাবে। মেয়াদ পূর্তির এক মাসের মধ্যে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যগণ পুনরায় নতুন কেন্দ্রীয় কমিটি গঠনের উদ্যোগ নেবেন এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করে নতুন কমিটি গঠিত হবে (কার্যক্রম পরিচালনার সুবিধার্থে ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে ওয়েভ ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তাদের নিয়ে ১টি 'আহ্বায়ক কমিটি' গঠিত হয়েছে)।

কৃষি মোর্চা কেন্দ্রীয় কমিটির ক্ষমতা ও কার্যাবলী:

- কেন্দ্রীয়ভাবে সদস্যপদ প্রদান করবে।
- সংগঠনের নীতি ও সকল কাজের পরিকল্পনা গ্রহণ এবং অনুমোদন প্রদান করবে।
- সংগঠনের প্রয়োজনে যেকোন প্রকার বিধি ও উপ-বিধির অনুমোদন প্রদান করবে।
- কেন্দ্রীয় সাধারণ পরিষদের নিকট দায়বদ্ধ থাকবে।

খ) কমিউনিটি পর্যায়ে কৃষি মোর্চা

নির্দিষ্ট এলাকায় (এক বা একাধিক গ্রাম ভিত্তিক/ফসলের মাঠ ভিত্তিক/কৃষক-কৃষাণী ও খামারীদের সুবিধা অনুযায়ী) ২০-৫০ জন সদস্য সমন্বয়ে প্রতিটি কৃষি মোর্চা গঠিত হবে। প্রত্যেক কৃষি মোর্চার সকল সদস্যদের সমন্বয়ে সাধারণ পরিষদ গঠিত হবে। বছরে কমপক্ষে ২ বার সাধারণ পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হবে। প্রয়োজনে আরো সভার আয়োজন করা যাবে। বছর শেষ হবার পর অনুষ্ঠিত সাধারণ পরিষদের সভা 'বার্ষিক সাধারণ সভা' হিসাবে অভিহিত হবে। সাধারণ পরিষদ কৃষি মোর্চা পরিচালনা কমিটি নির্বাচন করবে। প্রতি ২ বছর পর কৃষি মোর্চা পরিচালনা কমিটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

কমিউনিটি পর্যায়ে-কৃষি মোর্চা: পারকৃষ্ণপুর কৃষি মোর্চা, উপজেলা-দামুড়হুদা, জেলা- চুয়াডাঙ্গা (নাম ব্যবহারের নমুনা)

গ) কমিউনিটি পর্যায়ে কৃষি মোর্চা পরিচালনা কমিটি

কৃষি মোর্চার কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন এবং মোর্চা পরিচালনায় নেতৃত্ব প্রদানের জন্য প্রাথমিকভাবে সাধারণ পরিষদের সদস্যের মতামতের ভিত্তিতে (ভোটগ্রহণ/সিলেকশন) ৭ সদস্য বিশিষ্ট 'কৃষি মোর্চা পরিচালনা কমিটি' গঠন করা হবে। এই কমিটি প্রতি ০২ (দুই) বছরের জন্য গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত হবে। মেয়াদ পূর্তির এক মাসের মধ্যে মোর্চার সদস্যগণ পুনরায় নতুন কমিটি গঠনের উদ্যোগ নিবেন এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করে নতুন কমিটি গঠিত হবে। যদি 'কৃষি মোর্চা পরিচালনা কমিটি'র কোন সদস্য পদত্যাগ করেন অথবা স্থানান্তরিত হন সেক্ষেত্রে সাধারণ পরিষদের সিদ্ধান্তক্রমে উক্ত শূন্য পদে গণতান্ত্রিক পন্থায় সদস্য নির্বাচন করা হবে।

কার্যকরী কমিটি:

১.	সভাপতি	: ১ জন
২.	সহ-সভাপতি	: ১ জন
৩.	সাধারণ সম্পাদক	: ১ জন
৪.	সহ-সাধারণ সম্পাদক	: ১ জন
৫.	কোষাধ্যাক্ষ	: ১ জন
৬.	কার্যনির্বাহী সদস্য	: ২ জন

২.৮ কৃষি মোর্চা পরিচালনা কমিটির ক্ষমতা ও কার্যাবলী:

- কৃষি মোর্চার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে মোর্চা ভিত্তিক সকল কার্যক্রমে নেতৃত্ব প্রদান করা।
- মোর্চা ভিত্তিক কৃষি/মৎস্য/প্রাণিসম্পদ কার্যক্রমের পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করবে।
- পরিকল্পিত কার্যক্রম বাস্তবায়নে উদ্যোগী ভূমিকা পালন করবে।
- সদস্যদের বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করবে।
- মোর্চার সকল কার্যক্রমের তথ্যসহ নথিপত্র সংরক্ষণ করবে।
- কেন্দ্রীয় কমিটির সাথে নিয়মিত যোগাযোগ ও সমন্বয় রক্ষা করবে।
- পরিচালনা কমিটি তার কাজের জন্য স্ব স্ব মোর্চার সাধারণ পরিষদের নিকট দায়বদ্ধ থাকবে।

কৃষি মোর্চা পরিচালনা কমিটি সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য

২.৯ সভাপতির দায়িত্ব ও কর্তব্য

- পরিচালনা কমিটির সভাপতি সর্বোসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হবেন।
- তিনি তার একক ক্ষমতা বলে সাধারণ পরিষদ এবং কৃষি মোর্চা পরিচালনা কমিটির সভা আহ্বান করার ক্ষমতা রাখেন।
- ব্যাংক হিসাব পরিচালনার জন্য সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যাক্ষ এর সাথে কাজ করবেন।
- মোর্চার যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নিজের মতামত প্রকাশে সংযমী হবেন। উপস্থিত সদস্যদের মতামতের গুরুত্ব প্রদান করবেন। কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সমান সংখ্যক ভোট পড়লে তিনি একটি অতিরিক্ত ভোটের মাধ্যমে তাহার নিস্পত্তি করবেন।
- মোর্চার মধ্যে কোন ধরনের বিরোধ দেখা দিলে তা সমাধানের জন্য অগ্রণী ভূমিকা পালন করবেন।
- মোর্চার পক্ষে সকল চিঠি এবং দলিলপত্রে স্বাক্ষর করবেন, আয়-ব্যয় এবং কর্ম পরিকল্পনা সাধারণ কমিটির সভায় অনুমোদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- মোর্চার গ্রহণযোগ্যতা ও দক্ষতা বাড়ানোর জন্য স্থানীয় সেবাদানকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখবেন।
- মোর্চার তহবিল গঠন এবং বৃদ্ধির জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।

- মাঝে মাঝে তিনি বাস্তবায়নাধীন কার্যক্রমসমূহ তদারকি করবেন।
- তিনি ওয়েভ ফাউন্ডেশন এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা এবং অন্যান্য সরকারি-বেসরকারি সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে নিয়মিত কার্যকর যোগাযোগ রক্ষা করবেন।

২.১০ সহ-সভাপতি দায়িত্ব ও কর্তব্য:

- সভাপতির অনুপস্থিতিতে তিনি সভাপতির দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করবেন। তাছাড়াও মাঝে মাঝে তিনি বাস্তবায়নাধীন কার্যক্রমসমূহ নিয়মিত তদারকি করবেন।

২.১১ সাধারণ সম্পাদক এর দায়িত্ব ও কর্তব্য:

- সভাপতির অনুমোদনক্রমে কৃষি মোর্চার সভার দিন, তারিখ, স্থান নির্ধারণ করা এবং সকল সদস্যদের সভায় উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ।
- সভার কার্যবিবরণী নথিভূক্ত করবেন, মোর্চার মাসিক, ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক কার্যাবলির অগ্রগতি প্রতিবেদন তৈরি করবেন এবং তা অনুমোদের জন্য কৃষি মোর্চা পরিচালনা কমিটি ও সাধারণ পরিষদ এর সভায় পেশ করবেন।
- মোর্চার যাবতীয় নথিপত্র সংরক্ষণ করবেন।
- মোর্চার বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনা তৈরি করবেন এবং সাধারণ কমিটির সভায় তা পেশ করে বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।
- মোর্চার যাবতীয় হিসাব-নিকাশ রক্ষণাবেক্ষণে কোষাধ্যাক্ষকে সহযোগিতা করবেন।
- মোর্চার তহবিল সংগ্রহে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবেন।
- মোর্চার যাবতীয় সম্পদের হিসাব সংরক্ষণ করবেন।
- বিভিন্ন সংস্থা/ প্রতিষ্ঠানের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবেন।
- সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে যাবতীয় কার্যাবলীর তদারকী ও মনিটরিং নিশ্চিত করা।
- কৃষি মোর্চা সদস্য ও সাধারণ কৃষকদের কারিগরি সমস্যা সমাধানে কৃষি অফিসার এর সাথে পরামর্শ করে সমাধানের ব্যবস্থা করা
- কৃষকদের উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ সমস্যা সমাধানে সক্রিয় ভূমিকা পালন করবেন।

২.১২ সহ-সাধারণ সম্পাদক এর দায়িত্ব ও কর্তব্য:

- তিনি বাজার সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য সভাপতিকে অবহিত করবেন।
- সাধারণ সম্পাদক এর অনুপস্থিতিতে তিনি সাধারণ সম্পাদক এর দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করবেন।
- সাধারণ সম্পাদক এর কাজে তিনি তাকে সহায়তা করবেন। তাছাড়াও মাঝে মাঝে তিনি বাস্তবায়নাধীন কার্যক্রমসমূহ নিয়মিত তদারকি করবেন।

২.১৩ কোষাধ্যাক্ষ - এর দায়িত্ব ও কর্তব্য:

- কৃষি মোর্চার নির্ধারিত ভর্তি ফি, সঞ্চয় ইত্যাদি সংস্থার দেওয়া রসিদ বহিতে স্বাক্ষর পূর্বক আদায় করবেন এবং সংগঠনের নিজস্ব ব্যাংক হিসাবে জমা প্রদান করবেন।
- সংগঠনের স্থানীয় অনুদানের চাঁদা এবং বিশেষ কোন চাঁদা সংস্থার দেওয়া রসিদের মাধ্যমে আদায় করবেন এবং ব্যাংকে জমা প্রদান করবেন।
- সকল সদস্যদের মাসিক সঞ্চয় আদায় নিশ্চিত করবেন এবং অন্যান্য উৎস থেকে প্রাপ্ত অর্থ সঠিকভাবে নথিভুক্ত ও জমা নিশ্চিত করবেন।
- মোর্চার টাকা পয়সা আদায় পূর্বক ক্যাশ বহিতে লিপিবদ্ধ করবেন আয়-ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণের দায়িত্ব পালন করবেন।
- মোর্চার আদায়কৃত যে কোন অর্থ ৭ (সাত) দিনের বেশি হাতে রাখতে পারবেন না।
- মোর্চার তহবিলের হিসাব সঠিকভাবে রাখবেন এবং মাসিক, ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক প্রতিবেদন তৈরি করে কার্যকরী সভায় পেশ করবেন।
- সভাপতি ও সম্পাদকের নির্দেশক্রমে কমিটির অস্থাবর সম্পত্তি হেফাজত করবেন।

২.১৪ কার্যনির্বাহী সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য

- কৃষি মোর্চা পরিচালনা কমিটির সকল সভায় যোগদান এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে মতামত পেশ এবং সভা পরিচালনায় সহযোগিতা করবেন।
- কার্যনির্বাহী সদস্যগণ কৃষি মোর্চা পরিচালনা কমিটির দায়িত্বে নিয়োজিত কেউ কোন কারণে অনুপস্থিত থাকলে সেই পদে ভারপ্রাপ্ত হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।
- কার্যনির্বাহী সদস্যরা বিভিন্ন সময়ে সভাপতি/সাধারন সম্পাদক কর্তৃক প্রদেয় দায়িত্ব পালন করবেন।
- মোর্চার যাবতীয় নথিপত্র সংরক্ষণ করবেন ও সংরক্ষণে সহযোগিতা করবেন।
- মোর্চার উন্নয়নমূলক কার্যক্রম এগিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা পালন করবেন।

কৃষি মোর্চা দল পরিচালনা

- মাসে একবার নির্দিষ্ট স্থানে ও নির্দিষ্ট সময়ে দলের সদস্যদের উপস্থিতিতে সভা অনুষ্ঠিত হবে। সভায় সকল সদস্য তাদের সঞ্চয় জমা দিবে।
- সভার স্থায়ীত্ব ১.৩০ ঘন্টা-২.০০ ঘন্টা হতে পারে। প্রতিটি সভার সিদ্ধান্তসমুহ সভা শেষে রেজুলেশনে খাতায় লিপিবদ্ধ হবে এবং সদস্যগণ রেজুলেশন খাতায় স্বাক্ষর/টিপসই প্রদান করবেন।
- প্রতিটি সভায় সঞ্চয়, দলের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং পরিকল্পনা উন্নয়ন কর্মকান্ড ও বাস্তব ভিত্তিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হবে। যাতে সকল সদস্য দল এবং দলের কর্মপন্থা সম্পর্কে অবগত থাকেন।
- প্রতি সভায় দলীয় ও ব্যক্তিগত কৃষিভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনার পর্যালোচনা করা।
- সভাপতি সভা পরিচালনা করবেন। কৃষি উৎপাদন ও বাজারজাকরণ এবং অন্যান্য সামাজিক ইস্যু নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।
- সভায় দলের অভ্যন্তরীণ সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে হবে, যাতে দলের অভ্যন্তরীণ কোন্দল স্থায়ীরূপ নিতে না পারে।
- দলের সভায় সকল সদস্যের সম্মতিক্রমে নীতিমালা ও গঠনতন্ত্র পাশ করতে হবে এবং সবাই স্বাক্ষর করবেন।

কৃষি মোর্চা আঞ্চলিক সমন্বয় কমিটি

কমিউনিটি পর্যায়ে কৃষি মোর্চা গড়ে তোলা ও পরিচালনায় সহায়তা প্রদানকারী ওয়েভ ফাউন্ডেশনের সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের কর্মকর্তা ও কর্মীদের নিয়ে 'কৃষি মোর্চা আঞ্চলিক সমন্বয় কমিটি' গঠিত হবে।

কো-অপ্ট/শূন্যপদ পূরণ

পদত্যাগ, মৃত্যু অথবা অন্য কোন কারণবশত: উপদেষ্টা পরিষদ, সাধারণ পরিষদ এবং কমিটিসমূহের কোন পদ শূন্য হলে, সংশ্লিষ্ট সাধারণ পরিষদ/ কমিটি সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যেকোন সদস্যকে সংশ্লিষ্ট পরিষদ/কমিটির শূন্যপদে কো-অপ্ট করা যাবে। অনূর্ধ্ব ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে এ শূন্যপদ পূরণ করতে হবে।

সাধারণ পরিষদের সভা ও নোটিশ

কেন্দ্রীয় সাধারণ পরিষদের 'বার্ষিক সাধারণ সভা' বছরে ১বার অনুষ্ঠিত হবে। কেন্দ্রীয় কমিটির সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সাধারণ সম্পাদক ২১ দিনের নোটিশে কেন্দ্রীয় সাধারণ পরিষদের সভা আহ্বান করবেন। কমিউনিটি পর্যায়ে কৃষি মোর্চার 'বার্ষিক সাধারণ সভা' বছরে ১বার অনুষ্ঠিত হবে। কৃষি মোর্চা পরিচালনা কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সাধারণ সম্পাদক ৭ দিনের নোটিশে কমিউনিটি পর্যায়ে কৃষি মোর্চার বার্ষিক সাধারণ সভা আহ্বান করবেন।

কেন্দ্রীয় কমিটির সভা ও নোটিশ

কেন্দ্রীয় কমিটির সভা বছরে কমপক্ষে ৩ বার অনুষ্ঠিত হবে। সভাপতির সাথে পরামর্শ করে সাধারণ সম্পাদক ১৫ (পনের) দিনের নোটিশে সভা এবং ৭ (সাত) দিনের নোটিশে জরুরিসভা আহ্বান করবেন।

কমিউনিটি পর্যায়ে পরিচালনা কমিটির সভা ও নোটিশ

কমিউনিটি পর্যায়ে পরিচালনা কমিটির সভা প্রতি মাসে ১ বার অনুষ্ঠিত হবে এবং প্রয়োজনে একাধিক সভা করা যেতে পারে। ৭ দিন আগে সভার নোটিশ দিতে হবে। সংগঠনের বিশেষ প্রয়োজনে ২৪ ঘণ্টার নোটিশে সংশ্লিষ্ট কমিটির সাধারণ সম্পাদক জরুরিসভা আহবান করতে পারবেন।

তলবী সভা

গাইডলাইনে বর্ণিত বিধান মোতাবেক সভা আহ্বান করা না হলে, সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য লিখিতভাবে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদকের নিকট সভা আহ্বানের জন্য আবেদন করতে পারবেন। সাধারণ সম্পাদক ২১ দিনের মধ্যে সভা আহ্বানে ব্যর্থ হলে, সভাপতির নিকট সভা আহ্বানের জন্য আবেদন করতে হবে। সভাপতি ২১ দিনের মধ্যে সভা আহ্বানে ব্যর্থ হলে, তলবী সভা আহ্বানের দরখাস্তকারীগণ নিজেরাই সভা ডাকতে পারবেন। দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতিতে সভার কোরাম হবে ও যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাবে।

মুলতবি সভা

কোন বিশেষ কারণে কিংবা কোরামের অভাবে কোন কমিটি বা পরিষদের সভা মুলতবি হলে, পরবর্তী ১৫ দিনের মধ্যে একই আলোচ্যসূচির ভিত্তিতে সভার নোটিশ প্রদান করতে হবে। উক্ত সভায় যতজন উপস্থিত থাকবেন ততজনেরই কোরাম হবে।

কোরাম

সকল কমিটি এবং পরিষদসমূহের সভায় এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতিতে সভার কোরাম হবে।

পদত্যাগ

কোন সদস্য পদত্যাগের ইচ্ছা করলে পদত্যাগের কারণ উল্লেখ করে পদত্যাগপত্র দাখিল করতে হবে। এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি, সাধারণ সম্পাদকের নিকট এবং কমিউনিটি পর্যায়ে কৃষি মোর্চা পরিচালনা কমিটির সাধারণ সম্পাদকের

নিকট পদত্যাগপত্র দাখিল করতে হবে। পদত্যাগের বিষয়ে স্ব স্ব কমিটি আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। পদত্যাগপত্র দাখিলের ৩ (তিন) মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কমিটি সিদ্ধান্ত জানাতে ব্যর্থ হলে, পদত্যাগপত্র গৃহীত হয়েছে বলে গণ্য হবে।

চুক্তিপত্র/সমঝোতা চুক্তি সম্পাদন ও স্বাক্ষর

সংগঠনের যে কোন বিষয়ে বেসরকারি দাতা সংস্থা, স্বায়ত্তশাসিত ও সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তির সঙ্গে কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্তক্রমে সাধারণ সম্পাদক চুক্তিপত্র/সমঝোতা চুক্তি সম্পাদন ও স্বাক্ষর করবে।

অধ্যায়-৩
আর্থিক ব্যবস্থাপনা

কৃষি মোর্চার কার্যক্রম শুরুর সাথে সাথে বিভিন্ন ধরণের অর্থের আদান-প্রদান হয়ে থাকে। কৃষি মোর্চার সদস্যগণের প্রদত্ত চাঁদা, অনুদান ও অন্যান্য উপায়ে সংগৃহীত অর্থের সমন্বয়ে প্রত্যেক কৃষি মোর্চার তহবিল গঠিত হয়। মোর্চার বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অর্থ ব্যয়েরও প্রয়োজন হয়। কখনও কখনও পণ্য বিক্রি কিংবা অন্য কোন উৎস থেকে আয় হয়। এসব আর্থিক বিষয়সমূহ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনাই হচ্ছে কৃষি মোর্চার আর্থিক ব্যবস্থাপনা। কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কমিটির সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যাক্ষসহ মোট ৩ (তিন) জনের সমন্বয়ে প্রত্যক কৃষি মোর্চার আর্থিক ব্যবস্থাপনা পরিচালিত হয়। এছাড়া প্রত্যেক মোর্চার আর্থিক কার্যক্রমের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা, তহবিল গঠন, সাংগঠনিক ব্যয় নির্বাহ এবং নিয়ন্ত্রন বা সদ্ব্যবহার করার জন্য আর্থিক ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মোর্চার আয় ও গঠিত তহবিল ব্যক্তিগতভাবে কারও কাছে বা মোর্চার অফিস কার্যালয়ে রাখা নগদ রাখা ঝুঁকিপূর্ণ। কারণ যে কোন সময় চুরি, ডাকাতিসহ নানা ধরণের বিপদ ঘটতে পারে। কাজেই আর্থিক নিরাপত্তার জন্য প্রতিটি কৃষি মোর্চাকে তফসিলভূক্ত কোন বাণিজ্যিক ব্যাংক-এর মাধ্যমে সকল প্রকার লেনদেনের ব্যবস্থা করা হয়। কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সংগঠনের নামে যে কোন সরকারি/বেসরকারি ব্যাংকের যে কোন শাখায় হিসাব খোলা যাবে।

তহবিল সংগ্রহ, সঞ্চয় ও ব্যবস্থাপনা

৩.১ কৃষি মোর্চার তহবিলের উৎস

- সদস্য ও শুভানুধ্যায়ীদের চাঁদা এবং অনুদান;
- বেসরকারি দাতা সংস্থার অনুদান
- সরকারি অনুদান
- যেকোন আধা সরকারি, অর্থ-লগ্নীকারী প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক ও ব্যক্তির নিকট হতে অনুদান
- সদস্যবৃন্দের ভর্তি ফি, চাঁদা ও সঞ্চয়, অনুদান এবং সংগঠনের উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রয়ের মাধ্যমে।
- অন্যান্য

৩.২ সঞ্চয় গ্রহণ ও ব্যবস্থাপনা

কৃষি মোর্চার সদস্যদের মতামত অনুযায়ী নির্দিষ্ট নিয়ম নীতির আলোকে সঞ্চয় নির্ধারণ, আদায়, তথ্য সংরক্ষণ, হিসাব-নিকাশ ও সঞ্চয় ফেরত প্রদানের পদ্ধতিগত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে।

৩.৩ সঞ্চয় ও অর্থ প্রশাসন বিধিমালা

- সাপ্তাহিক/মাসিক/মৌসুম ভিত্তিক সঞ্চয় হিসেবে প্রত্যেক সদস্য সমন্বিতভাবে সংগঠনের নির্ধারিত পরিমাণ (সদস্যদের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে) টাকা জমা দেবে। সঞ্চয়ের টাকা দলের রেজিস্টারে অথবা ব্যক্তিগত পাস বইতে লিপিবদ্ধ থাকবে। পাস বইতে আদায়কৃত সঞ্চয়ের ক্রমপুঞ্জিত যোগফল দেখানো। প্রতিবার সঞ্চয় আদায়ের পর পাস বইয়ের নির্ধারিত ঘরে আদায়কারীর স্বাক্ষর করা। প্রত্যেক পাস বইতে সঞ্চয়কারীর ছবি থাকা (আবশ্যিক নয়)। কোন সদস্য চাইলে অতিরিক্ত সঞ্চয় (একাধিক) সংস্থার ঋণ কর্মসূচিতেও জমা রাখতে পারবেন।
- সঞ্চয়ের টাকা ব্যক্তিগত আয়বৃদ্ধিমূলক কাজে ব্যবহারের জন্য উৎসাহ প্রদান করতে হবে।
- যদি কোন সদস্য সঞ্চয় জমা দিতে ব্যর্থ হয় তবে পরিচালনা কমিটি উক্ত সদস্যের সাথে আলোচনা করবেন এবং মাসিক সঞ্চয় জমা দিতে উৎসাহিত করবেন।
- সংগঠনের প্রয়োজনে পাস বই, খাতাপত্র এবং প্রয়োজনীয় বিবিধ খরচ বাবদ নির্দিষ্ট পরিমাণ অতিরিক্ত টাকা সদস্যরা সমহারে জমা দিবেন।
- প্রত্যেক সদস্যের পছন্দ অনুযায়ী নমিনি এবং উত্তরাধিকারীর নাম নির্ধারিত রেজিস্টারে উল্লেখ থাকতে হবে।

৩.৪ সঞ্চয় উত্তোলন বা ফেরত দেয়া

- সাধারণত সঞ্চয় ফেরত দেয়ার উপর নিরূৎসাহিত করা উচিত।
- কোন সদস্য দল ত্যাগ করলে দলের সিদ্ধান্তক্রমে সঞ্চয় ফেরত দেয়া।
- নির্দিষ্ট সময়ের কমে কোন সদস্য দল ত্যাগ করলে সঞ্চয়ের উপর কোন সুদ না দেয়া।

৩.৫ ভর্তি ফি নির্ধারণ ও জমা নেয়া

- কৃষি মোর্চার সকল সদস্যর মতামতের ভিত্তিতে নির্ধারিত ভর্তি ফি (এককালীন) ৫০ টাকা সংগঠনের কোষাধ্যাক্ষের নিকট জমা নেয়া হবে।
- ভর্তি ফি ভবিষ্যতে প্রয়োজন অনুযায়ী কম-বেশি হতে পারে। তবে তা কৃষি মোর্চার সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে।
- এই ভর্তি ফি হবে অফেরতযোগ্য, যা সংগঠনের সাংগঠনিক কাজে ব্যয় হবে।
- কৃষি মোর্চার সাংগঠনিক কাজে প্রয়োজন অনুযায়ী কিছু অর্থ ওয়েভ ফাউন্ডেশনও ব্যয় করবে।

৩.৬ কৃষি মোর্চার আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও হিসাব সংরক্ষণ

- কৃষি মোর্চার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মোর্চার নিজ নামে স্থানীয়ভাবে সরকারি-বেসরকারি ব্যাংকের যে কোন শাখায় হিসাব খোলার মাধ্যমে অর্থ সংরক্ষণ করা হবে।
- কৃষি মোর্চা পরিচালনা কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কমিটির সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যাক্ষ'র যৌথ নামে এই সঞ্চয়ী/চলতি হিসাব রক্ষণাবেক্ষণ করা যাবে।
- হিসাব পরিচালনাকারী যে কোন দুই জনের স্বাক্ষরে চেকের মাধ্যমে টাকা উত্তোলন করা যাবে। যার জন্য কোন প্রকার রেজুলেশন প্রয়োজন হবে না।
- আয় ব্যয়ের হিসাব দৈনন্দিন নিয়মিত ভাবে জমা-খরচ বহিতে লিপিবদ্ধ করে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি স্বাক্ষর করিয়ে নেবে।
- খরচের পাকা ভাউচার/ডেবিট/ক্রেডিট ভাউচার এর মাধ্যমে অর্থ লেনদেন করতে হবে।
- ব্যয়ের বিল/ভাউচার সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক যৌথভাবে অনুমোদিত হবে।

৩.৭ হিসাব নিরীক্ষা

- প্রতিটি কৃষি মোর্চার বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব ওয়েভ ফাউন্ডেশনের অডিট বিভাগ কর্তৃক নিরীক্ষা করা হবে। সকল অডিট রিপোর্ট সংশ্লিষ্ট কৃষি মোর্চা কর্তৃক অনুমোদন হবে।

- এছাড়াও, ওয়েভ ফাউন্ডেশনের অডিট বিভাগ কর্তৃক নিরীক্ষা করা সম্ভব না হলে মোর্চার অর্থবছরের বার্ষিক হিসাব নিকাশের নিরীক্ষা বা অডিট পরিচালনা করবেন সাধারণ পরিষদের সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক যে কোন দুইজন ও সাথে কোষাধ্যাক্ষসহ মোট তিন সদস্য বিশিষ্ট অডিট কমিটি।
- মোর্চার বার্ষিক হিসাব অর্থ-বছর ১লা জুলাই হতে ৩০শে জুন ধরা হবে।

৩.৮ কৃষি কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য ওয়েভ ফাউন্ডেশনের ঋণ কার্যক্রমের সাথে সংযোগ করানো এবং প্রয়োজনীয় ঋণের ব্যবস্থা করা

কৃষি মোর্চার সদস্য কৃষক-কৃষাণী/খামারীদের তাদের কৃষি কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য অর্থের (ঋণ) প্রয়োজন হতে পারে। প্রয়োজনীয় ঋণের জন্য ওয়েভ ফাউন্ডেশনের ঋণ কার্যক্রমের সাথে সংযোগ করানো এবং ঋণের ব্যবস্থা করা হবে। এক্ষেত্রে, সদস্যের সাথে আলোচনার মাধ্যমে তার সামর্থ্য অনুযায়ী ঋণের খাত, ঋণের পরিমাণ, কিস্তি প্রদানের পদ্ধতি নির্ধারণ করা হবে। মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (এমআরএ) এর নির্দেশনা অনুযায়ী সংস্থার বিদ্যমান নীতিমালা অনুসারে ঋণ কার্যক্রম পরিচালিত হবে। এক জন সদস্যকে সাপ্তাহিক/মাসিক/ এককালীন কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য ঋণ বিতরণ করা যাবে। তবে ঋণ গ্রহণ না করলেও সদস্য পদ বাতিল করা যাবে না।

অধ্যায়-৪

কৃষি মোর্চার কার্যক্রম বাস্তবায়ন গাইডলাইন

মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম বাস্তবায়ন গাইডলাইন

৪.১ কৃষি মোর্চার অন্তর্ভুক্ত সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে কৃষি (ফসল, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ) কার্যক্রম নির্বাচন

মোর্চার অন্তর্গত কৃষকদের সাথে আলোচনা করে দলীয়ভাবে বা এককভাবে তাদের জন্য উপযোগী কৃষি বিষয়ক উদ্যোগ নির্বাচন। এক্ষেত্রে, ফসলের জন্য ঐ এলাকার কৃষি পরিবেশের অনুকূলে, জলবায়ুর সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে, কোন মৌসুমে উপযোগী, ফলন ভাল হয়, কৃষকরা পছন্দ করে, কৃষকদের সহজাত জ্ঞান ও দক্ষতায় উৎপাদন সম্ভব, উচ্চমূল্যের, বাজার চাহিদা আছে ইত্যাদি বিষয়গুলো আমলে নিতে হবে। মৎস্য এর ক্ষেত্রে, ঐ এলাকার আবহাওয়ার অনুকূলে, জলবায়ুর সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে, কোন মৌসুমে উপযোগী, উৎপাদন ভাল হয়, চাষীরা পছন্দ করে, মৎস্য চাষীদের সহজাত জ্ঞান ও দক্ষতায় উৎপাদন সম্ভব, উচ্চমূল্যের, বাজার চাহিদা আছে ইত্যাদি বিষয়গুলো এবং প্রাণিসম্পদ এর ক্ষেত্রেও একই রকম বিষয়সমূহ বিবেচনায় নিতে হবে। এছাড়াও, বিভিন্ন গবেষণা সংস্থার উদ্ভাবিত বা স্বীকৃত ঐ পরিবেশে খাপ খাইয়ে নেওয়ার

মতো কোন ফসল, মাছের জাত/প্রজাতি এবং প্রাণিসম্পদের নতুন জাত বা প্রজাতি থাকলে তা কৃষকদের সাথে অংশগ্রহণমূলক আলোচনার ভিত্তিতে নির্বাচন করা হবে।

৪.২ কৃষি মোর্চার অন্তর্ভুক্ত সদস্যদের জন্য আলাদা ব্যবসায়িক পরিকল্পনা প্রস্তুতকরণ

ব্যবসায়িক পরিকল্পনা হলো একটি লিখিত দলিল যা ব্যবসায়ের মূল নথিসমূহ একত্রিত করে যাতে উপকরণের উৎস, পণ্য এবং পরিষেবাদি, ব্যয়, বিক্রয় এবং প্রত্যাশিত লাভ সম্পর্কে বিশদ ধারণা প্রদান করে। আর কৃষি মোর্চার সদস্যদের কৃষি বিষয়ক ব্যবসায় তার মূল লক্ষ্য অর্জনে তার কৃষিপণ্য বা সেবাকর্মের সম্ভাব্য চাহিদার ভিত্তিতে নিজস্ব ও বাহ্যিক পরিবেশ বিবেচনা করে মূল কার্যক্রমগুলো একটা নির্দিষ্ট সময়ে কি মাত্রায় সম্প্রসারণ করবে, সে বিষয়ে আগাম সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করবে। এক কথায় কৃষকের বর্তমান অবস্থান এবং ভবিষ্যতে কোথায় এবং কিভাবে যেতে চায় সে প্রশ্নের অগ্রিম উত্তর জানার জন্য কৃষকদের নিয়ে ব্যবসায়িক পরিকল্পনা করা দরকার। কৃষি মোর্চায় অন্তর্গত প্রত্যেক কৃষকদের জন্য তাদের উপস্থিতিতে ৬/১২ মাসের জন্য বা মৌসুম ভিত্তিক আলাদা ব্যবসায়িক পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হবে। এর ফলে কৃষকরা এই পরিকল্পনা অনুযায়ী কৃষি কার্যক্রমসমূহ (সঠিক সময়ে কৃষি উপকরণ ক্রয়, ফসল চাষ, সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ) সম্পাদন করতে পারবেন। কৃষি বিষয়ক কার্যক্রম শুরুর আগে ব্যবসায়িক পরিকল্পনা প্রস্তুতকরণে কৃষকদের অভ্যস্থ করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

৪.৩ প্রয়োজনীয় বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল/মডিউল প্রস্তুতকরণ

এই কার্যক্রমটি পরিচালনা করতে কৃষি মোর্চার অন্তর্গত কৃষকদের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য নির্দিষ্ট বিষয়ভিত্তিক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল/মডিউল প্রস্তুত করা হবে। প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল/মডিউল প্রস্তুতকরণ এর জন্য ওয়েভ ফাউন্ডেশন-এ নিয়োজিত সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা নিয়োজিত থাকবেন। প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল/মডিউলসমূহ কর্মএলাকার কৃষকদের প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে প্রস্তুত করা হবে।

৪.৪ সক্ষমতা বৃদ্ধি

- কৃষি মোর্চার কার্যক্রমসমূহ ও এর ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ওরিয়েন্টেশন আয়োজন

কৃষি মোর্চা কি, এর লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, এর কার্যক্রমসমূহ, পরিচালনা কমিটি, এর ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ের উপর কৃষি মোর্চার সদস্যদের ধারণা দেওয়ার জন্য একটি ওরিয়েন্টেশনের আয়োজন করা হবে। এই ওরিয়েন্টেশন কার্যক্রমটি বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা সার্বিকভাবে দায়িত্ব পালন করবেন। কৃষি মোর্চার পরিচালনা কমিটির সদস্যদের নিয়ে দিনব্যাপী দল পরিচালনা বা

নেতৃত্ব উন্নয়নের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান। কমিউনিটি পর্যায়ে বিদ্যমান নির্বাচিত কৃষি মোর্চার পরিচালনা কমিটির বাছাইকৃত (প্রতি মোর্চায় ৫ জন) প্রতিনিধিদের নিয়ে উপযুক্ত স্থানে দিনব্যাপী দল পরিচালনা বা নেতৃত্ব উন্নয়নের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। সংস্থা কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কারিগরি কর্মকর্তা আলোচ্য বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রমটির সমন্বয়কারী হিসাবে সার্বিক দায়িত্ব পালন করবেন।

- কৃষি মোর্চার সদস্যদের কৃষি উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিষয়ক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান

কৃষি মোর্চার প্রত্যেক সদস্য যাতে নিজেকে একজন সফল কৃষি উদ্যোক্তা হিসাবে গড়ে তুলতে পারে সেই লক্ষ্যে প্রতিটি মোর্চায় কৃষি উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিষয়ক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হবে। সংস্থা কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কারিগরি কর্মকর্তা আলোচ্য বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রমটির সমন্বয়কারী হিসাবে সার্বিক দায়িত্ব পালন করবেন।

- বিভিন্ন কৃষি (ফসল, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ) উৎপাদন বিষয়ক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান

প্রয়োজন অনুযায়ী কৃষি মোর্চার অন্তর্গত কৃষকদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন কৃষি উৎপাদন বিষয়ক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হবে। এই প্রশিক্ষণসমূহ আয়োজনে ওয়েভ ফাউন্ডেশন কর্তৃক নিয়োজিত কর্মকর্তা সার্বিকভাবে দায়িত্ব পালন করবেন।

- মাঠ দিবস আয়োজন (প্রয়োজন অনুযায়ী)

সংস্থা কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কারিগরি কর্মকর্তা প্রয়োজন মনে করলে বিভিন্ন প্রযুক্তি, নতুন ফসল, ফসলের নতুন জাত, মাছ চাষে নতুন প্রযুক্তি, নতুন জাত ও প্রজাতি এবং প্রাণিসম্পদের ক্ষেত্রে নতুন প্রযুক্তি, নতুন জাত ও প্রজাতি ইত্যাদির ফলাফল এর উপর সংগঠনের সদস্যদের সাথে আলোচনা করে মাঠ দিবসের আয়োজন করবেন। মাঠ দিবসের সময় ও তারিখ পূর্বেই নির্ধারণ করে দলীয় সভার মাধ্যমে সংগঠনের অন্যান্য সদস্য ও প্রতিবেশী কৃষকদেরকে জানিয়ে দিতে হবে। একই আর্থ-সামাজিক পারিপার্শ্বিকতার প্রতিবেশী কৃষক এবং সংগঠনের অন্যান্য সদস্যরাই মাঠ দিবসের অংশগ্রহণকারী হবেন।

- উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ/অভিজ্ঞতা বিনিময় বিষয়ক ভ্রমণ (প্রয়োজন অনুযায়ী)

সংস্থা কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কারিগরি কর্মকর্তা প্রয়োজন মনে করলে বিভিন্ন প্রযুক্তি, নতুন ফসল, ফসলের নতুন জাত, মাছ চাষে নতুন প্রযুক্তি, নতুন জাত ও প্রজাতি এবং প্রাণিসম্পদের ক্ষেত্রে নতুন প্রযুক্তি, নতুন জাত ও প্রজাতির ফলাফল সরেজমিনে দেখানোর জন্য বিভিন্ন মোর্চা সমূহের মধ্যে অথবা বিভিন্ন কৃষি বিষয়ক গবেষণা প্রতিষ্ঠানে উদ্ভাবিত প্রযুক্তি ও জাত সরেজমিনে দেখার জন্য সংগঠনের সদস্যদের সাথে আলোচনা করে উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ/অভিজ্ঞতা বিনিময় বিষয়ক ভ্রমণ আয়োজন করতে পারবেন। এক্ষেত্রে, প্রয়োজনীয় ব্যয় সংগঠন হতে অথবা সংস্থা হতে অথবা উভয় মিলে বহন করা যেতে পারে।

- সক্ষমতা কার্যক্রম বাস্তবায়নের বিবেচ্য বিষয় সমুহ

প্রশিক্ষণসমূহ বাস্তবায়নের জন্য যে এলাকায় গুচ্ছভাবে একাধিক ফসলের প্লট বিদ্যমান, মৎস্য চাষের ক্ষেত্রে মাছ চাষকৃত পুকুর বিদ্যমান এবং প্রাণিসম্পদের জন্য সংশ্লিষ্ট খামার বিদ্যমান সেই এলাকায় প্রশিক্ষণের ভেন্যু হিসাবে নির্বাচন করা হবে যাতে কৃষকরা হাতে কলমে প্রশিক্ষণের বিষয়সমূহ শিখতে পারে। ০১ দিন মেয়াদে সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণসমূহে জেলা/উপজেলা কৃষি, মৎস্য বা প্রাণিসম্পদ সরকারি কর্মকর্তা অথবা অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের স্থানীয় অফিসের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষক হিসাবে রাখা হবে। সংস্থা কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কারিগরি কর্মকর্তা আলোচ্য উদ্যোগের প্রশিক্ষণসমূহের প্রধান সমন্বয়কারী হিসাবে সার্বিক দায়িত্ব পালন করবেন।

বিভিন্ন সভার আয়োজন কৃষি কার্যক্রম বিষয়ক বাস্তবায়ন পরিকল্পনা ও বিভিন্ন বিষয়ের উপর মাসিক সভার আয়োজন করা হবে। মাঠ পর্যায়ে কর্মরত মাঠ কর্মকর্তা এই মাসিক সভার আয়োজন করবেন। প্রয়োজন অনুযায়ী মাঠ কর্মকর্তা মোর্চায় বিভিন্ন সময়ে প্রয়োজনীয় বিষয়ে সভার আয়োজন করবেন। এই সভায় বাস্তবায়ন পরিকল্পনা, প্রযুক্তির ব্যবহার, জাত, বিভিন্ন সমস্যা, বাজারজাতকরণ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হবে। সভাসমূহ দায়িত্বপ্রাপ্ত উর্ধ্বতন কর্মকর্তা নিয়মিত মনিটরিং করবেন।

৪.৫ কৃষি বিষয়ক কার্যক্রম পরিচালনায় পরিবেশ বান্ধব প্রযুক্তি নির্বাচন ও ব্যবহার

- প্রদর্শনী প্লট স্থাপন

প্রয়োজন অনুযায়ী প্রতিটি কৃষি মোর্চায় বিভিন্ন কৃষি বিষয়ক কার্যক্রমের উপর প্রদর্শনী প্লট স্থাপন করা হবে। প্রদর্শনী প্লটটি কৃষক ও অন্যান্য পরিদর্শনকারীর জন্য সহজ যাতায়াত, প্রদর্শনীর স্থান সকলের নিকট সহজে দৃশ্যমান, রাস্তার পাশে বা বাজার/মসজিদ/অন্যান্য লোক সমাগম স্থানের নিকটবর্তী হলে ভাল হয়। প্রদর্শনী প্লটের নির্ধারিত স্থানে একটি শক্ত বাঁশের খুঁটির উপর সাইনবোর্ড স্থাপন করতে হবে যাতে সকলের দৃষ্টিগোচর হয়। এক্ষেত্রে, নতুন জাত ও নতুন প্রযুক্তির পাশাপাশি ফসল উৎপাদনে পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি হিসাবে জৈব পদ্ধতিতে ফসল উৎপাদন, সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা (আইপিএম) ব্যবহার, Good Agriculture Practice (GAP) প্রযুক্তি, মৎস্য চাষে Good Aquacultural Practice (GAP) প্রযুক্তি এবং প্রাণিসম্পদের ক্ষেত্রে Good Animal Husbandry Practice (GAHP) প্রযুক্তি অনুসরণ করা হবে।

৪.৬ বাজার ব্যবস্থার সাথে সংযোগ স্থাপন

- কৃষকদের ইনপুট চাহিদা নির্ধারণ ও ইনপুট সরবরাহের চেইন উন্নয়ন

কৃষি বিষয়ক কার্যক্রম শুরুর আগে কৃষকদের সাথে আলোচনা করে প্রয়োজনীয় উপকরণ (বীজ, সার, সেচ ব্যবস্থাপনা, কীটনাশক, মাছের পোনা, খাদ্য ও ঔষধ; প্রাণিসম্পদের জাতের প্রাপ্তি, খাদ্য, টিকা ও ঔষধ ইত্যাদি) এর চাহিদা নিরূপণ করা হবে। চাহিদা নিরূপণের সাথে কৃষকদের বিনিয়োগ পরিকল্পনা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট উপকরণ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে কৃষি মোর্চার সাথে একটি শক্তিশালী সংযোগ স্থাপন করা হবে। এ ধরনের সংযোগ স্থাপনের ক্ষেত্রে পারস্পরিক (win-win relationship) গড়ে উঠবে এবং কৃষকরা তাদের পছন্দ অনুযায়ী, সুলভ মূল্যে মানসম্পন্ন উপকরণ সঠিক সময়ে পাবেন।

- কৃষি ব্যবসায়ী ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সাথে সংযোগ স্থাপন

কৃষক/খামারী, ব্যবসায়ী, পাইকার, বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য, ইনপুট সরবরাহকারী বা স্থানীয় ডিলার, বিভিন্ন স্থানে ক্রয়-বিক্রয় সেন্টারের প্রতিনিধি, বিভিন্ন কোম্পানীর সাথে সংযোগ স্থাপন সংক্রান্ত কর্মশালার আয়োজন করা হবে।

- ক্যালেকটিং মার্কেটিং (সম্ভব হলে)-

কিছু জায়গায় কৃষকদের পণ্য বিক্রির তেমন কোন ব্যবস্থা গড়ে উঠে নাই বা বিক্রয় কেন্দ্র অনেক দূরে অবস্থিত। এর ফলে

কৃষকদের উৎপাদিত পণ্য পরিমাণে কম হলে ক্রেতার অভাবে বিক্রি করতে পারে না বা কোন কালেক্টরের কাছে বিক্রি করলেও তার ন্যায্য মূল্য পায় না। নতুন ফসল বা প্রাণিসম্পদের নতুন জাত বা প্রজাতির ক্ষেত্রেও এই সমস্যাটি আরও বেশি দেখা যায়। এতে কৃষকরা নতুন জাত বা প্রজাতি নিয়ে কাজ করার ইচ্ছা থাকলেও বাজারজাতকরণের সমস্যার বিষয়টি ভেবে আগ্রহী হয় না। এসব ক্ষেত্রে ক্রয়-বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন করে বিক্রির ব্যবস্থা করা যেতে পারে। পাশাপাশি কৃষি মোর্চা হতে প্রয়োজন অনুযায়ী স্থানীয় কালেক্টর বা পাইকার তৈরি করে অথবা এক জায়গায় পণ্য একত্রিত করে কালেকটিং মার্কেটিং ব্যবস্থা চালু করা যেতে পারে। এই ব্যবস্থাপনার ফলে কৃষকদের ন্যায্য মূল্য পেতে এবং দর কষাকষির সুযোগ সৃষ্টি হবে।

৪.৭ সেবাদানকারী সরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযোগ স্থাপন

- কৃষি সংক্রান্ত সরকারি অফিসের সাথে সংযোগ স্থাপন

জেলা ও উপজেলার কৃষি অফিস, মৎস্য অফিস, প্রাণিসম্পদ অফিস, উপজেলা নির্বাহী অফিস, সরকারি গবেষণা সংস্থা, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই), সরকারি প্রত্যয়নকারী কর্তৃপক্ষ ইত্যাদির সাথে কৃষি মোর্চা ও এর সদস্য কৃষকদের মধ্যে শক্তিশালী সংযোগ একান্ত আবশ্যক। এর ফলে সংগঠনের কার্যক্রম পরিচালনা করতে, সরকারি অফিস হতে বিভিন্ন সেবা/অনুদান/প্রনোদনা পেতে, নতুন জাতের বীজ, টিকা, নতুন প্রযুক্তি বা গবেষণা সংস্থার নিকট হতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ ও প্রয়োজনীয় সেবা পেতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। কৃষি সংক্রান্ত সরকারি অফিসের সাথে কৃষি মোর্চার সংযোগ স্থাপনের জন্য মোর্চার কার্যক্রম বাস্তবায়নকৃত উপজেলায় বছরে ১/২টি কর্মশালার আয়োজন করা হবে। এতে উপজেলা নির্বাহী অফিসার, কৃষি/মৎস্য/প্রাণিসম্পদ অফিস সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত থাকবেন।

- আইসিটি (**ICT**) সেবা এবং কৃষি বিষয়ক নলেজ ম্যানেজমেন্ট (**Knowledge Management**) এর সাথে পরিচিত করতে সরকারি অফিসের সাথে সংযোগ স্থাপন

বর্তমান কৃষি বিষয়ক বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও প্রয়োজনীয় কারিগরি সেবা ইউনিয়ন পরিষদ ও উপজেলায় সংশিষ্ট সরকারি অফিসে ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন সংস্থার web based services/ mobile based services এর তথ্য পাওয়া যায় যা অধিকাংশ কৃষকই জানে না। অল্প সংখ্যক জানলেও অ্যাপসের ব্যবহারে পারদর্শী না হওয়াতে এই আধুনিক সেবা হতে বঞ্চিত হচ্ছেন। কৃষি মোর্চার সদস্য কৃষক-কৃষাণী/খামারীর সাথে এই অ্যাপসসমূহের পরিচয় করানো, কি কি তথ্য পাওয়া যায়, কোথায় পাওয়া যায় এবং আইসিটির ব্যবহার সম্পর্কে তাদের ধারণা দেওয়ার জন্য এ সংশ্লিষ্ট অফিসের সাথে বছরে ১/২টি

কর্মশালার আয়োজন করা হবে। কৃষি ক্ষেত্রে এই কর্মশালা ইউনিয়ন পরিষদে কৃষি সংক্রান্ত অফিস এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ এর ক্ষেত্রে সেবা প্রাপ্তি সাপেক্ষে ইউনিয়ন বা উপজেলা পর্যায়ে আয়োজন করা হবে। এ ধরনের সেবা পেতে সংশ্লিষ্ট বেসরকারি সংস্থা ও কোন দাতা সংস্থার সাথেও সংযোগ স্থাপনের সুযোগ থাকলে সেসব সংস্থার সাথে সংযোগ স্থাপন করা যেতে পারে।

৪.৮ উপকরণ সহায়তা প্রদান

কৃষি মোর্চা গঠনের শুরুর দিকে কৃষকদের কৃষি কাজে আরও উৎসাহ প্রদান করার জন্য তাদের চাহিদা অনুযায়ী কিছু উপকরণ (যেমন- বীজ, চারা, বিভিন্ন ধরনের ফেঁরোমন ফাঁদ, লিওর, মাছের পোনা, চুন, লিটমাস পেপার, ছাগল/গরুকে টিকা প্রদান, কৃমিনাশক বড়ি বিতরণ ইত্যাদি) সঠিক সময়ে বিতরণ করা হবে।

৪.৯ নিয়মিত কৃষি মোর্চার কার্যক্রমসমূহ পরিদর্শন

কৃষি বিষয়ক যে কোন কার্যক্রম শুরু হতে শেষ পর্যন্ত নিয়মিত তত্ত্বাবধানের উপর সাফল্য নির্ভর করে। সংস্থা কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কারিগরি কর্মকর্তা তাদের নিয়মিত কাজের অংশ হিসেবে কৃষি মোর্চার সদস্য কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন কৃষি বিষয়ক কার্যক্রম এবং সার্বিকভাবে মোর্চার বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করবেন এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করবেন। প্রাপ্ত পরামর্শ অনুযায়ী কৃষকরা তাদের কৃষি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবেন। প্রয়োজন অনুযায়ী ওয়েভ ফাউন্ডেশন এর বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ ও উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ এই কার্যক্রম পরিদর্শন করবেন।

অধ্যায়-৫

পরিশিষ্ট

গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ

বাংলাদেশের জনসাধারণের নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রীর মধ্যে অন্যতম অপরিহার্য ও জনপ্রিয় খাদ্য উপকরণ হলো পেঁয়াজ। বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার খাদ্যে পেঁয়াজ একটি মৌলিক উপকরণ যা প্রায় সব রান্নায়ই মসলা হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আমাদের দেশে পেঁয়াজের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে কিন্তু সেই তুলনায় অভ্যন্তরীণ উৎপাদন কম। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশে পেঁয়াজের উৎপাদন যেমন ক্রমান্বয়ে বেড়েছে, তেমনি বেড়েছে এর আমদানি নির্ভরতা। বিগত কয়েক বছর ধরে পেঁয়াজের আমদানি সংকট, মূল্যবৃদ্ধিসহ নানা সমস্যার কিছুটা লাঘব করার লক্ষ্যে ওয়েভ ফাউন্ডেশন ২০১৭ সাল থেকে এর কর্মএলাকা মেহেরপুর এ গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ চাষে কৃষক পর্যায়ে সহায়তা প্রদান করে আসছে। সাধারণত বাংলাদেশে খরিপ-১ (১৬ মার্চ-১৫ জুলাই/চৈত্র-আষাঢ়) এ উৎপাদিত পেঁয়াজ ফসল উত্তোলন থেকে ৩ মাসের মধ্যে এবং খরিপ-২ (১৬ জুলাই-১৫ অক্টোবার/শ্রাবণ-আশ্বিন) মৌসুমে ২ মাসের মধ্যে ব্যবহার বা বিতরণ শেষ করতে হয়। রবি মৌসুম (১৬ অক্টোবর-১৫ মার্চ) শুরু হওয়ার আগে থেকে পেঁয়াজের ঘাটতি শুরু হয়। এই সময়েই সবচেয়ে বড় সংকট শুরু হয়।

সেক্ষেত্রে বারি পেঁয়াজ-৫ এর বীজ রবি মৌসুমে (১৬ অক্টোবর-১৫ মার্চ) চাষ করা হয় যা এপ্রিল নাগাদ উত্তোলন করা সম্ভব। উত্তোলনকৃত এই পেঁয়াজ সংরক্ষণ এর মাধ্যমে ডিসেম্বর পর্যন্ত সরবরাহ নিশ্চিত করা সম্ভব। এর মাঝে খরিফ-২ (১৬ জুলাই-১৫ অক্টোবার/শ্রাবণ-আশ্বিন) মৌসুমে বারি পেঁয়াজ-৫ চাষের মাধ্যমেও মুলত সারা বছরব্যাপী পেঁয়াজের সরবরাহ নিশ্চিত করা সম্ভব।

বারি পেঁয়াজ-৫ চাষের মাধ্যমে এই সংকট মোকাবেলা সম্ভব। বারি পেঁয়াজ-৫ এর সংরক্ষণ মেয়াদকাল কম বা পঁচনশীল প্রবণতা বেশি। এই সময়ে পেঁয়াজের দাম বেশি থাকার কারণে চাষী অধিক লাভবান হতে পারে।

২০১৯ সাল থেকে কৃষি মোর্চার সদস্যরা সংগঠিতভাবে মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলায় গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ চাষে উল্লেখযোগ্য সাফল্য পায়। কৃষি মোর্চা সদস্যগণ দেশীয় পদ্ধতিতে দেশীয় প্রযুক্তি ব্যবহার করে পেঁয়াজের সংরক্ষণাগার নির্মাণ করে মৌসুমী পেঁয়াজ (রবি মৌসুম) সংরক্ষণ করে। বাঁশ ও টিন দিয়ে ঘর তৈরি করে সেই ঘরের ভিতর মাচায়, ঘরের চালের

সঙ্গে বেঁধে রেখে ও বাঁশের সঙ্গে কাটা আটকিয়ে তার সাথে পেঁয়াজ আঁটি বেঁধে রাখা হয়। এটি হচ্ছে Indigenous Technique বা দেশীয় প্রযুক্তি। পেঁয়াজ পচনশীল পণ্য হলেও এই পদ্ধতিতে ৪-৫ মাস পেঁয়াজ সংরক্ষণ করা সম্ভব হয়। এ পর্যন্ত প্রায় ৩০ হেক্টর জমি গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ চাষের আওতায় এসেছে যা থেকে বছরে মোট ৩০০ টন গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে। বাংলাদেশের সব এলাকায় উঁচু ও নিষ্কাশনযুক্ত বেলে দো-আঁশ পলিমাটিতে গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ ভাল হয়। সারা বছরব্যাপী পেঁয়াজ চাষ করে প্রতি মৌসুমে একজন কৃষক প্রতি বিঘা থেকে প্রায় ৮০ হাজার টাকা নিট লাভ করতে পারবেন। কৃষি মোর্চার মাধ্যমে কৃষকদের সংগঠিত করে তাদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ, বীজ প্রদান, সরকারি, বেসরকারি সেবা সমূহের সাথে অন্তর্ভুক্ত করা এবং ওয়েভ ফাউন্ডেশন ও অন্যান্য ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান থেকে আর্থিক সেবাসহ বাজারজাতকরণের সকল পরামর্শ প্রদান করা হয়ে থাকে। যার ফলে উৎপাদন ব্যয় কম, পেঁয়াজ উৎপাদন বৃদ্ধি, পচনশীলতা হ্রাস, সঠিক মূল্যে বাজারজাতকরণে সুফল কৃষক ভোগ করতে পারছে। কৃষকের মুখে আশার আলোর দেখা মেলেছে। গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ এখন বর্তমানে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে যেমন-লালমনিরহাট, বগুড়া, যশোর, মেহেরপুর, ফরিদপুরসহ বিভিন্ন এলাকায় জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে এই গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ।

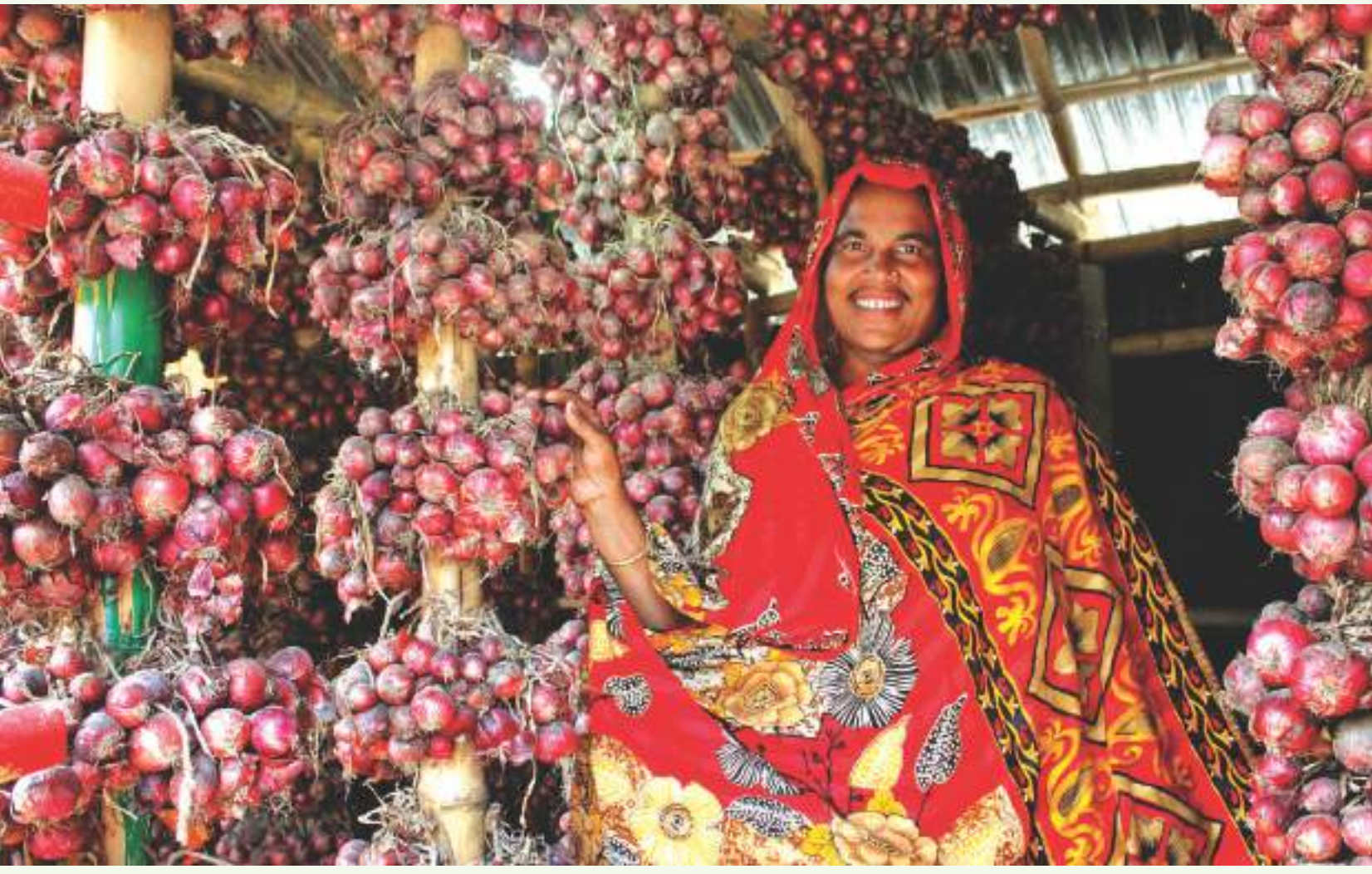

ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল

ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল বাংলাদেশের নিজস্ব প্রাণিসম্পদের আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত একটি জাত। বিগত কয়েক বছর ধরে দেশে ছাগল উৎপাদনে ধারাবাহিক অগ্রগতি অব্যাহত থাকলেও সংখ্যায় এত বেশি ছাগল অতীতে ছিল না। ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল বৃদ্ধির লক্ষ্যে ওয়েভ ফাউন্ডেশন কমিউনিটি পর্যায়ে ২০০২ সাল থেকে কাজ শুরু করে চুয়াডাঙ্গা জেলায় ভালো সাফল্য পায়।

এই সাফল্য আরও বৃহৎ পরিসরে ছড়িয়ে দিতে ২০১৫ সাল থেকে ওয়েভ ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে বিভিন্ন জেলায় কাজ শুরু হয়। ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল খামারগুলোর উন্নয়নে ওয়েভ ফাউন্ডেশন প্রতি কৃষক পরিবারকে প্রশিক্ষণ, মার্চা গঠনে কারিগরি সেবা এবং ছাগল বাবদ বিনিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ঋণ হিসাবে প্রদান করছে। এ ধারাবাহিকতায় ওয়েভ ফাউন্ডেশন এর নতুন উদ্যোগ কৃষি মোর্চা'র মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ছাগল পালনে সদস্যরা সঠিক খাদ্য ব্যবস্থাপনা, রোগ ব্যবস্থাপনা, আবাসনের জন্য মার্চা পদ্ধতি ব্যাবহার করছে। সদস্যগণ প্রয়োজন অনুযায়ী খামার পরিচালনার জন্য হাতে-কলমে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, টিকা প্রদান কর্মসূচী, বাজারজাতকরন ব্যবস্থাপনা সহায়তা পেয়ে থাকে। বিনিয়োগের জন্য ওয়েভ ফাউন্ডেশনের ঋণ সহায়তা কর্মসূচি অব্যাহত আছে এবং তার পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। যা সদস্যদের খামারের উৎপাদন বৃদ্ধি, উন্নত সেবা ও ন্যায্য মূল্য পেতে সহযোগিতা করেছে। কৃষি মোর্চার উদ্যোগে গৃহীত এই কার্যক্রমসমূহ সদস্যদের মাঝে ব্যাপকভাবে সাড়া ফেলেছে, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা তৈরিতে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। যার একটি বাস্তব উদাহরণ জনাবা মরিয়ম বেগম। তার ২৫টি ছাগলের সমন্বিত খামারের আয়-ব্যয়ের হিসাব থেকে আমরা নিম্নোক্ত ধারণা পেতে পারি:

স্থায়ী ব্যয়

বিবরণ (১৫ মাসের খরচ)	টাকা
ঘর তৈরি (৫ বছর আয়ুস্কাল) (১৫০০০.০০)	৩,৭৫০.০০ (১৫ মাস)
২৫টি ছাগল ক্রয় (২৫০০.০০ x ২৫)	৬২,৫০০.০০
অন্যান্য খরচ	৩০০০.০০
মোট	৬৯,২৫০.০০

চলতি খরচ	
দানাদার খাবার (১১২৫ কেজি x ৩০)	৩৩,৭৫০.০০
টিকা, কৃমিনাশক বড়ি, ঔষধ ও অন্যান্য খরচ (বাৎসরিক)	৩০০০.০০
মোট	৩৬,৭৫০.০০
সর্বমোট খরচ	(৬৯,২৫০.০০ + ৩৬,৭৫০.০০) = ১,০৬,০০০.০০

আয় (১৫ মাসের হিসাব)

১ মাসের মধ্যে গর্ভবর্তী হলে ৬ মাস পরে ২টি করে মোট ৫০টি বাচ্চা এবং বছর শেষে আরও ৫০টি বাচ্চা পাওয়া যাবে। ছাগল কেনার ১৫ মাস পরে ৫০টি বাচ্চা দৈনিক পূর্ণতা লাভ করবে এবং বাজারজাত করার উপযোগী হবে। প্রথমে ১৫ মাস পরে পূর্ণতা প্রাপ্ত ৫০টি ছাগল বিক্রি করা হবে।

ছাগল বিক্রি (৩৩০০.০০ X ৫০)	১,৬৫,০০০.০০

নিট মুনাফা	
সর্বমোট (খরচ বাদ দিয়ে নিট মুনাফা)	(১,৬৫,০০০.০০-১,০৬,০০০.০০) = ৫৯,০০০.০০

এছাড়াও ২৫টি ছাগী ও ৫০টি বাচ্চার মালিক হওয়া যাবে যার বাজার মূল্য ১,১২,০০০ টাকা।

ছাগল সংগ্রহ কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে সদস্যদের নিজস্ব খামার থেকে উৎপাদিত ছাগল দেশের বিভিন্ন প্রাইভেট কোম্পানিসহ অন্যান্য খামারিদের কাছে সরবরাহ করা হচ্ছে। এতে করে এলাকার অন্যান্য বেকার ও উদ্যোগী খামারিরা কৃষি মোর্চার মাধ্যমে ছাগল পালনে আগ্রহী হচ্ছে।

কৃষি যান্ত্রিকীকরণ এবং আইসিটি এর ব্যবহার

লাভজনক ও প্রতিযোগিতামূলক কৃষির জন্য যান্ত্রিকীকরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। প্রাণী-শক্তি প্রাপ্যতা হ্রাসের ফলে যান্ত্রিকীকরণের প্রয়োজনীয়তা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। যান্ত্রিকীকরণ ব্যাতীত বহুবিধ শস্যবিন্যাস বজায় রাখা সম্ভব নয়, কেননা এর সাথে দ্রুত জমি তৈরী, চারা রোপন, আগাছা দমন, ফসল কর্তন, প্রক্রিয়াকরণ ইত্যাদি জড়িত। কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবহার বিশেষতঃ ভূমি কর্ষণ, বীজ বপন, আগাছা দমন এবং ফসল মাড়াই উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। এ ধারার আরো প্রসার ঘটাতে হবে যাতে উৎপাদন বৃদ্ধি এবং উৎপাদন ব্যয় হ্রাসের মাধ্যমে উৎপাদন দক্ষতা অর্জন করা সম্ভব হয়। প্রক্রিয়াকরণ ও সংরক্ষণসহ ফসল কর্তনোত্তর কার্যক্রম কৃষি যান্ত্রিকরণের আওতায় আনা প্রয়োজন। শিঙিয়া কৃষি মোর্চার সদস্যবৃন্দ নিজেদের সঞ্চয় এবং লোন সহযোগিতার মাধ্যমে একটি ট্রাক্টর কিনতে সক্ষম হয়েছে। মৌসুমের শুরুতে জমি চাষের ক্ষেত্রে তারা নিজেদের কৃষি মোর্চার নামে কেনা এই ট্রাক্টর ব্যবহার করে উপকৃত হচ্ছেন। সাধারণ পদ্ধতিতে ১ হেক্টর জমি চাষ করতে ১০ দিন সময় লাগে এবং সর্বোচ্চ ৬ টি চাষ দেয়া সম্ভব হয়. এতে খরচ পরে মোট ৮৮৯২ টাকা। পক্ষান্তরে, ট্রাক্টর এর সাহায্যে ১ হেক্টর জমি চাষ করতে ২ ঘন্টায় সর্বোচ্চ ২ টি চাষ দেয়া সম্ভব হয় এবং এতে খরচ পরে মোট ২০০০ টাকা। এই ট্রাক্টর কৃষি মোর্চার সদস্যরা নিজেদের জমি চাষের কাজে লাগানোর পাশাপাশি মৌসুম চলাকালীন সময়ে অন্য কৃষকদের ভাড়া দিয়ে বাড়তি টাকা উপার্জন করছে। এই বাড়তি উপার্জন কৃষি মোর্চার ব্যাংক একাউন্ট এ জমা হচ্ছে। শিঙিয়া কৃষি মোর্চার সদস্যরা সম্মিলিতভাবে আগামী দিনগুলোতে অত্যাধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি কেনার পরিকল্পনা করছে। তাদের প্রত্যাশা এই সংগঠনের মাধ্যমে ভবিষ্যতে কৃষিকে যান্ত্রিকীরণের মাধ্যমে ভালো ফলন পাওয়া এবং কৃষি মোর্চার সঞ্চয়কে আরো বৃদ্ধি করা।

অপরদিকে ওয়েভ ফাউন্ডেশন এর কয়েকটি কৃষি মোর্চা আইসিটি প্রযুক্তি ব্যবহার এর মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে কৃষি ব্যবস্থার সমন্বয় কিভাবে ঘটানো যায় সে বিষয়ে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে। উক্ত প্রশিক্ষন কর্মশালায় সরকারি

পর্যায়ের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে কৃষি মোর্চার সদস্যদেরকে কৃষিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রচলিত Apps সম্পর্কে ধারণা দেয়া হয়. এছাড়াও ওয়েভ ফাউন্ডেশন নিজ উদ্যোগে একটি বেসরকারি আইটি কোম্পানির সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে তাদের একটি আইসিটি app পরীক্ষামুলক ভাবে কয়েকটি কৃষি মোর্চায় ব্যবহার করছে। এ পর্যন্ত, তার ফলাফল আশাব্যাঞ্জক। কৃষকদের মাঝেও আইসিটি প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে ব্যাপক আগ্রহ পরিলক্ষিত করা গেছে। ভবিষ্যতে কৃষি মোর্চার সদস্যরা তাদের নিজেদের সঞ্চয় থেকে আইসিটি Apps ব্যবহার এর ক্ষেত্রে আগ্রহ প্রকাশ করেছে।

অধ্যায়-৫

নিরাপদ সবজি উৎপাদন এবং বাজারজাতকরণ

ওয়েভ ফাউন্ডেশন এর মানিকগঞ্জ এবং চুয়াডাঙ্গায় অবস্থিত কৃষি মোর্চার সদস্যরা নিরাপদ ফসল উৎপাদনের জন্য স্থানীয় কৃষকদের সাথে নিরাপদ ফসল / সবজি গ্রাম তৈরি করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এর লক্ষ্য হল সদস্যদের আয় বৃদ্ধি করা এবং বাণিজ্যিক ভিত্তিতে সারা বছর বিভিন্ন প্রযুক্তি ব্যবহার করে নিরাপদ ফসল উৎপাদন এবং বিপণন নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে ভোক্তাদের স্বাস্থ্য ঝুঁকি হ্রাস করা। এই উদ্যোগের আওতায় পরিবেশবান্ধব কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহার এবং সারা বছর স্বাস্থ্য ঝুঁকিমুক্ত নিরাপদ ফসলের উৎপাদন বিষয়ে প্রচার করা।

নিরাপদ ফসল উৎপাদনের লক্ষ্যে কৃষকদের সক্ষমতা বাড়ানো এবং নির্ভরযোগ্য নিরাপদ ফসল বাজার পরিচালনা এবং কৃষকদের বাজারে বিক্রি নিশ্চিত করতে কৃষিক্ষেত্র প্রসারিত করার লক্ষ্যে কাজ করবে। এছাড়াও নিরাপদ ফসলের বিষয়ে জনসচেতনতা বাড়ানো হবে। এই উদ্যোগের আওতায় বিভিন্ন কার্যক্রম হল– কৃষক নির্বাচন, কৃষক প্রযোজক সংস্থা গঠন এবং নিরাপদ সবজি উৎপাদন গ্রাম তৈরি, সক্ষমতা বিল্ডিং (প্রশিক্ষণ, মাঠ দিবস পর্যবেক্ষণ এবং অনুপ্রেরণার যাত্রা), নিরাপদ ফসল উৎপাদনের জন্য বিভিন্ন প্রযুক্তি (জিএপি, আইপিএম) ব্যবহার করে শস্য উৎপাদন, কৃষি উপকরণ বিতরণ, বাজার সংযোগ ও বিকাশ সম্পর্কিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন, সরকারি-বেসরকারি পরিষেবা সংস্থার (সভা ও কর্মশালা) সংযোগ, তহবিল সংগ্রহ ও আর্থিক সহায়তা নিশ্চিতকরণ, প্রচার (সাইন বোর্ড স্থাপন, পোস্টার ও লিফলেট তৈরি ও বিতরণ, অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন কৃষি মেলাতে, ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রচার এবং যোগাযোগ, ভিডিও ডকুমেন্টেশন বজায় রাখা) ইত্যাদি।

ব্লক-এ

ওয়েভ ফাউন্ডেশন
WAVE FOUNDATION
Together for Better Life

‘ওয়েভ ফাউন্ডেশন’, ২২/১৩ বি, ব্লক- বি
খিলজী রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা ১২০৭
+৮৮০ ২৫৮ ১৫১৬২০, +৮৮০ ২৪৮১১০১০৩
info@wavefoundationbd.org

wavefoundationbd
foundation_wave
wavefoundationbd
wave-foundation-bd